মোসাদের সদর দফতর লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহর হামলা

সারে-জমিন

রাস্তায় বড় বড় গর্ত, বারো বছর পথ-বঞ্চিত গ্রামবাসী

রূপসী বাংলা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহা-অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী

সম্পাদকীয়

শালী নদীর বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়ায় ঝুঁকির পারাপার

সাধারণ

বৃষ্টি বিঘ্নিত টেস্টেও ভারত উড়িয়ে দিল বাংলাদেশকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২ অক্টোবর, ২০২৪
১৬ আশ্বিন ১৪৩১
২৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 268 ■ Daily APONZONE ■ 2 October 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাংলার বহু পরিযায়ী শ্রমিক চেন্নাইয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, মৃত ১

আপনজন ডেস্ক: চেন্নাইয়ে কাজ না পেয়ে অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরার চেষ্টায় অনেকেই ভিড় জমাচ্ছিলেন বিভিন্ন স্টেশনে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান করছিলেন এমনি পাঁচজন বাংলার শ্রমিক। কিন্তু বেশ অভুক্ত থাকার কারণে এমনই অসুস্থ হয়ে পড়েন এক কৃষি শ্রমিক যে তাকে রাজীব গান্ধী সরকারি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সামার খান (৩৫) নামে বাংলার ওই শ্রমিকের কাছে খাবার কেনার কোনও টাকা না থাকায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাকে আর বাঁচানো যায়নি। সোমবার রাতে মারা যান। এ ব্যাপারে চেন্নাই কর্পোরেশনের এক আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ছ'দিন ধরে না খেয়ে ছিলেন সামার খান নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিক। আর এক খেতমজুর সত্য পণ্ডিত এখনও হাসপাতালে ভর্তি। আরও ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। ওই আধিকারিক আরও জানান, চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে তিরুভাল্লুর জেলার পোন্নেরিতে বাংলা থেকে আগত ১২ জন কৃষকের একটি দলের সঙ্গে কৃষিকাজের জন্য গিয়েছিলেন সামার খান। তাদের দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হয়েছিল। তিরুভাল্লুর জেলায় চাষের কাজ না পেয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খাবার কেনার টাকা না থাকায় চেন্নাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে কয়েকদিন অবস্থান করেন তারা। সামার খান-সহ পাঁচজন রেল স্টেশনেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন তাদেরকে কয়েকদিন আগে রাজীব গান্ধি সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বলেন, এই খেতমজুররা খুব ভালো মানুষ, সৎ, নিরীহ। দুঃসময়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন, তারা ক্ষুধার্ত থাকলেও ঋণের টাকা দিয়ে তারা বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটবেন। চেন্নাই কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেলথ অফিসার বাসুদেবন বলেন, পশ্চিমবঙ্গগামী ট্রেনে ওঠার আগেই তারা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সামার খানের মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে রাতে পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়নে বোর্ডের চেয়ারম্যান সাংসদ সামিরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ফের কর্মবিরতি শুরু জুনিয়র ডাক্তারদের

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ফের কর্মবিরতি শুরু করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা -সহ নানা দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে চাপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা। দীর্ঘ আট ঘণ্টার জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার করা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং হাসপাতালে হুমকির সংস্কৃতি ও রাজনীতি বন্ধ করার জন্য ১০টি দাবি তুলে ধরেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আজ থেকে আমরা সম্পূর্ণ কর্মবিরতিতে ফিরতে বাধ্য হচ্ছি। যতক্ষণ না আমরা নিরাপত্তা, রোগী পরিষেবা এবং ভয়ের রাজনীতির বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট পদক্ষেপ না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের পূর্ণ ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় থাকবে না। সিবিআইয়ের তদন্ত কতটা ধীরগতিতে চলছে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা এর আগেও বহুবার দেখেছি যে সিবিআই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি, চার্জ দাখিলে বিলম্বের কারণে এই জাতীয় ঘটনার প্রকৃত দোষীদের মুক্তি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট, যারা এই জঘন্য ঘটনার

বিচার ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল, পরিবর্তে কেবল শুনানি স্থগিত করেছে এবং কার্যক্রমের প্রকৃত দৈর্ঘ্য হ্রাস করেছে। এই দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় আমরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ।
জুনিয়র ডাক্তাররা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য টাস্ক ফোর্সের সাথে বৈঠক ডাকার তাদের দাবিতে সাড়া দেয়নি।
তিনি বলেন, আমাদের পাঁচ দফা দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমরা ২৬ ও ২৯ জুলাই আমাদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে মুখ্যসচিবকে সরকারের লিখিত নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছি। ওই ইমেলগুলিতে আমরা মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করেছিলাম রাজ্য টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে বৈঠক ডাকার জন্য, যারা জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্ব করে। দুর্ভাগ্যবশত, রাজ্য সরকার এই ধরনের বৈঠক ডাকতে শুধু ব্যর্থই হয়নি, আমাদের চিঠির জবাবও দেয়নি। ৯ আগস্টের পর ৫২ দিন কেটে গেলেও নিরাপত্তার দিক থেকে আমরা কী পেলাম? রাজ্য সরকার সুরক্ষার প্রধান সূচক হিসাবে প্রচারিত সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি এই ৫০ দিনে কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় স্থানগুলির একটি ভগ্নাংশে ইনস্টল করা হয়েছে।
জুনিয়র ডাক্তাররা বলছেন, যে হাসপাতালের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটিতে তাদের দলের প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।
মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে এবং ই-মেলে আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে এই ভয়ের পরিবেশে আমরা সুরক্ষিত বোধ করছি না। হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটিতে জুনিয়র ডাক্তারদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না করলে ঘোষিত নেতাদের কর্মবিরতি চলবে।

বহরমপুর কেন্দ্রের দরিদ্র ও মেধাবীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন ইউসুফ পাঠান

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: রাজ্যের মধ্যে শিক্ষায় সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা হল মুর্শিদাবাদ। সেই মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়াদের শিক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য এক নজিরবিহীন উদ্যোগ নিলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, রাজ্যের মধ্যে ইউসুফ পাঠান হলেন প্রথম কোনও সাংসদ যিনি তার নির্বাচনী এলাকার দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য সরকারি বৃত্তি ব্যতিরেকে বেসরকারি বৃত্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিলেন। গুজরাতের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বহুরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়াদের বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন ইউসুফ পাঠান। এই বৃত্তির আবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট লিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। https://scholarship.yuvaunstoppable.org/scholarship-form?new=1 লিঙ্কে ক্লিক করে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করলে মিলবে এই বেসরকারি বৃত্তির অনুদান। 'যুব আনস্টপেবল স্কলারশিপ ফর্ম' পূরণ তারাই করতে পারবেন যেসব পড়ুয়া শুধু বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা এবং চার বছরের স্নাতক

স্তরে পড়াশুনা করছেন। তাদের পারিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে তিন লাখ টাকার কম। দ্বাদশ শ্রেণিতে কমপক্ষে আশি শতাংশ নম্বর পেতে হবে। তবে, বেসরকারি কলেজের পড়ুয়ারা এই বৃত্তির সুযোগ পাবেন না বলে জানা গেছে। যারা সরকারি বা সরকার পোষিত কলেজে পড়েন তারাই বৃত্তির সুবিধা পাবেন। আরও জানা গেছে, বছরে ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি মিলবে। জানা গেছে, ফর্মে আধার কার্ডের বিবরণ সহ চলতি বছরের ভর্তির ফি রশিদ, আয়ের শংসাপত্র, বাড়ির ইলেকট্রিক বিল প্রভৃতি আপলোড করতে হবে।
জানা গেছে, গুজরাতের আহমদাবাদের তরুণ শিক্ষা-সমাজসেবী অমিতাভ শাহের সংস্থার কর্মসূচি 'যুব আনস্টপেবল' -এর 'উড়ান' বৃত্তি প্রকল্পের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে 'আপনজন'-এর তরফে ইউসুফ পাঠানকে ফোন করা হলে তার উত্তর না মিললেও বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব সরকার' আপনজন'-কে বলেন, ইউসুফ পাঠান নিজে থেকে এই বৃত্তি দিচ্ছেন না। তবে, বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরকে তিনি ধরেছেন যার মাধ্যমে কিছু পড়ুয়াদের তিনি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেবেন। দরিদ্র পড়ুয়াদের কেউ আশি শতাংশ নম্বর পেলেই ওই লিংকের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। তারপর তা থেকেই তাদের জন্য বৃত্তি বরাদ্দ করা হবে।
এ বিষয়ে বহরমপুর পৌরসভার পৌর পিতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, এ বিষয়ে আপাতত কোন কিছু জানা নেই। ইউসুফ পাঠান বহরমপুরে এলে তার কাছ থেকে এই বৃত্তি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানব।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

শৌচাগারের ট্যাঙ্কির ঢাকনা ভেঙে মৃত্যু স্কুলছাত্রের

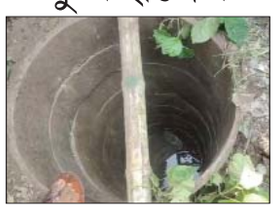

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: সরকারি শৌচাগারের কুয়োর ঢাকনা ভেঙে মৃত্যু হল স্কুলছাত্রের। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে বনগাঁ থানার সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলিপাড়া এলাকায়। বছর ১৩ বয়সের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সন্দীপ মজুমদারের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, 'রবিবার বিকেলেও বাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি ছেলেকে। বিকেল ৫টা পর্যন্তও তাকে দেখতে পাওয়া গেছে। তার পর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে এদিন রাতে আমরা দেখতে পাই যে, বাড়ির ভেতরে থাকা শৌচাগারের ঢাকনার একটি অংশ ভাঙা। তখন আমাদের সন্দেহ হয়। তারপর কুয়োর ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায়, তার ভেতরে পড়ে রয়েছে আমাদের ছেলে। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গঙ্গায় স্নানে গিয়ে তলিয়ে গেল কিশোর

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গার প্রবল জলস্রোতের সময়ে ভরা নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলো দুই বালক। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয় গঙ্গাঘাটে। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় এদিন তিন বন্ধু মিলে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে হঠাৎই তিনজন জলস্রোতের মুখে পড়ে যায় কোনরকমে একজনকে উদ্ধার করা হলেও বাকি দুজন জলস্রোতে গভীর জলে তলিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়া ওই বালকদের নাম বকুল সেখ(১৫) ও বাবু সেখখ(১২)। তাদের দুজনেরই বাড়ি সুতি থানার অরঙ্গাবাদ -২ নম্বর পঞ্চায়েতের কারবালা কালিতলা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে ডুবুরি টিমকে। ভরা গঙ্গায় এভাবে দুই বন্ধু মিলে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে।

মাকে গুলি করে হত্যা করার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলির কানাগড়ে ঘটে যাওয়া এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত রাজু তেওয়ারি তার মাকে গুলি করে হত্যার দায়ে চুঁচুড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিলেন হুগলি জেলা সদর আদালত, ২০১৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর রাতে পারিবারিক অশান্তির জেরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। জানা যায়, জমি বিক্রির টাকাকে কেন্দ্র করে তীব্র অশান্তির সময় রাজু তেওয়ারি নিজের মা, জ্যোৎস্না তেওয়ারিকে গুলি করে। আহত অবস্থায় তাকে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরের দিন তিনি মারা যান। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রাজুর বড় ভাই, বীরেন্দ্র তেওয়ারি, স্থানীয় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে রাজুকে গ্রেফতার করে এবং ২০১৮ সালের ২০শে মার্চ মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়। মামলার তদন্তের সময়ে ২৫ ও ২৭ ধারায় অস্ত্র আইনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিচার প্রক্রিয়ায় মোট ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চুঁচুড়া আদালতের প্রথম দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা অভিযুক্ত রাজু তেওয়ারিকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর আদালত তার সাজা ঘোষণা করে।

রাজুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। এছাড়া ২৫ ধারার অস্ত্র আইনে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৩ মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ড এবং ২৭ ধারার অস্ত্র আইনে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত।

বিএসএফের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পদ্মা নদীতে জল বাড়ার কারণে পদ্মা নদীতে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করার অভিযোগে মঙ্গলবার সকলে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গী ব্লকের সাগর পাড়া থানার সামনে সকাল থেকে জলঙ্গি থেকে ধনিরামপুর রাজ্য সড়কে বাঁশ ও সাইকেল রেখে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সীমান্তের মৎস্যজীবীরা। এদিন এক মৎস্যজীবী বলেন, পদ্মায় তেমন জল বর্তমানে বাড়েনি তার পরেও কেনো মাছ ধরতে বাধা দিচ্ছে বিএসএফ তারি প্রতিবাদে আমরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। তিনি আরো বলেন একশো টাকা দিয়ে বিডিও অফিস থেকে মাছ ধরার পারমিশন কার্ড করে নিয়ে আসলেও সেই কার্ড দেখালেও মাছ ধরতে দিচ্ছে না বিএসএফ। আরো এক মৎস্যজীবী বলেন, সামনেই পুজোর বড় উৎসব আর তার আগে এভাবে যদি পদ্মায় মাছ ধরতে বাধা দেয় তাহলে কিভাবে সংসার কাটাব পরিবারে উৎসব পালন করব। প্রতিদিন মাছ ধরেই সেই মাছ বাজারে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা দিয়ে সংসার চালাই তার উপর আমাদের বড় উৎসবের কয়েক দিন বাকি তার মধ্য এভাবে মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছে তাতে অনেক চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। ঘটনা স্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ ও বিএসএফ আধিকারিক তার পরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন করেন ,পুলিশের কথায় রাস্তা অবরোধ তুলে নেন মৎস্যজীবীরা।

নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন নওশাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে রাজস্থানে নিজের কর্মস্থলে খুন হন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক মহম্মদ মতি আলী। পাশবিক অত্যাচার করে তাঁকে খুন করা হয়।

গতকাল তাঁর মালদা জেলা সফরকালীন অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা রাজ্য বিধানসভার সদস্য নওশাদ সিদ্দিকী হরিশ্চন্দ্রপুরের মিসকিনপুরে মতি আলীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির দুই সদস্য সাহাবুদ্দিন গাজী ও কারিমুল্লাহ্ হক। উল্লেখ্য, নিহত মতি আলীর ছয় বছর ও চার বছর বয়সী দুটি সন্তান রয়েছে। মতি আলী গত কুড়ি-বাইশ বছর ধরে একজনের কাছেই সোনার কাজ করতেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি ছিলেন ঐ ব্যক্তির স্নেহধন্য ও বিশ্বস্ত। ফলে বাকি যে সমস্ত কর্মচারীরা ঐখানে কাজ করতেন, তাদের বোধহয় ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মতি আলী এবং সেই কারণেই বিহার ও ওড়িশার বেশ কয়েকজন কর্মচারী মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকদিন চিকিৎসা চলতে চলতে তিনি মারা যান।

নওশাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে মতি আলী মারা গিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিহতের পরিবারের লোকজন এটা পর্যন্ত জানতে পারেননি যে তার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়েছে কি না। এমনকি তারা ময়না তদন্তের রিপোর্ট পর্যন্ত পাননি। এছাড়াও এই ঘটনার অনেক ফাঁকফোকর তো আছেই।

রাস্তায় বড় বড় গর্ত, বারো বছর ধরে পথ-বঞ্চিত গ্রামের মানুষ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বারো বছর ধরে দুর্ভোগে জীবন কাটাচ্ছেন গলসি ১ নম্বর ব্লকের পোতনা পুরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্দুটিয়া গ্রামের হাজার খানেক মানুষ। অভিযোগ, তাদের যাতায়াতের মুল রাস্তাটি এখনও কাঁচা রয়েছে। পাকা না হওয়ার তারা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

সমস্যায় পরছেন রোগী, প্রসূতি সহ স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা। এদিকে, পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পাড়ার অলিগলির রাস্তা ঢালাই করা হলেও, বাগদি পাড়া, বেনে পাড়া, নাপিত পাড়া এবং বামুন পাড়ার মানুষজন এই সুবিধা থেকে এখনও বঞ্চিত রয়েছেন বলে দাবী করেছেন অনেকেই।

গ্রামবাসী সুকান্ত ভট্টাচার্য আক্ষেপ করে বলেন, "বিষয়টি নিয়ে বলার কেউ নেই। ভোট আসলে প্রার্থীরা আসেন। ভোট চলে গেলে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না।

পঞ্চায়েত সদস্যকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, হচ্ছে হবে। দরখাস্ত জমা হয়েছে। তবে এখনও প্রযন্ত লাভ কিছু হয়নি। বৃষ্টি হলেই বিপদ", পাড়ায় প্রবেশ ও বাহির হওয়া দুস্কর হয়ে পরে। " তিনি জানান, বড় বাগদি পাড়ার ক্লাব থেকে বেনেপাড়া, আগুরিপাড়া, নাপিতপাড়া হয়ে বামুন পাড়ার ক্যানালের বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। যেটি কিছু কম ১ কিমি দীর্ঘ হবে। রাস্তার জন্য প্রসূতি ও রোগী নিয়ে চলাচল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাঁর দাবি, দ্রুত ড্রেনসহ রাস্তাটি পাকা করা উচিত। সুরজিৎ কর্মকার নামে আরও এক গ্রামবাসী জানান, সিপিআইএম আমলে রাস্তায় টোল ছিল এবং তখনই মোরাম পড়েছিল। এতদিনে সব উঠে গেছে। তারও দাবী, "বৃষ্টি হলে বড় বড় গর্তের কারণে জল জমে থাকে।

গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা সমস্যায় পরে। রাস্তা খারাপের জন্য পাড়ায় অ্যাম্বুলেন্সও আসতে চাইনা। পাড়ায় একটা অঙ্গনওয়ারী স্কুলও রয়েছে। সরকারের কেউই বিষয়টি নিয়ে কেউই গুরুত্ব দেননা। খোকন সোম নামে এক ব্যক্তি বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছি, তবুও আমরা মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত"। চারটি পাড়ার কমবেশি এক হাজার মানুষ ওই রাস্তায় যাতায়াত করেন। আমাদের গ্রামের বহু অলিগলি রাস্তা পাকা হয়েছে। তবে আমাদের এই রাস্তাটির উপর কারও নজর নেই। তার কথায়, ''রাস্তার মোরাম উঠে মাটি ও কাদা মিশে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে"। আমাদের কষ্ট হলেও কেউ ভাবেনা। বর্তমান বর্ষায় একটু মোরাম দিয়ে ডোবাগুলি বুজিয়ে দিলেও উপকৃত হতাম। বিষয়টি নিয়ে পোতনা পুরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি বাগদি জানিয়েছেন, "ওটা বেশ বড় রাস্তা, তাই আমরা পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি ধরিয়ে রেখেছি। "অর্থ বরাদ্দ হলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে"। তবে ডোবাগুলি বন্ধ করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখছি। বিষয়টি বিডিও স্যারকে জানাচ্ছি।"

মাদ্রাসা শিক্ষা না থাকলে বিপথগামী হয়ে যেত মুসলমানরা: সিদ্দীকুল্লাহ

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জেলার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নওদা থানার দমদমা জৌলুষপুর দারুস সালাম মাদ্রাসার সাধারণ সভায় এসে এই মন্তব্য করেছেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা অত্র মাদ্রাসার স্থায়ী সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন মাদ্রাসা শিক্ষা না থাকলে মুসলমানরা বিপথগামী হয়ে যেতো। মাদ্রাসা না থাকলে মসজিদের জন্য ভালো ইমাম ও সুবক্তা পাওয়া যেতো না।

মাদ্রাসা শিক্ষা আছে বলেই মুসলমান সমাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এটা খুব আনন্দের বিষয় যে মুসলমানদের মধ্যে এখন শতশত ছেলে মেয়েরা ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। এমনকি ইমাম মুয়াজ্জিন ও রিক্সা চালকদের ছেলে মেয়েরাও ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রসঙ্গে তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালা নবীজী (সাঃ)কে শান্তির দূত হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের রামগিরি মহারাজ নবীজী (সাঃ) এর শানে যে কটূক্তি করেছে।আমরা এর তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম, মাদ্রাসার সহ সভাপতি হাজি আব্দুল ওয়াহিদ, তাহাফফুজে খাতমে নবুয়তের রাজ্য মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুস সামাদ, সারওয়ারজি মালিকা, মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

ইছামতি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে বৈঠক

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইছামতি নদীতে দুর্গাপূজার বিসর্জনের প্রস্তুতি নিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে বৈঠক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো ইছামতি নদী গর্ভে । টাকির ৮৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট বিনোদ কুমার ও অন্যান্য বিএসএফ আধিকারিক ছাড়াও ছিলেন হাসনাবাদের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মহম্মদ ওমর আলি মোল্লা, স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস, টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় টাকি ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী সহ বিশিষ্টজনেরা।

পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড তরফে সাতজনের বিশেষ প্রতিনিধি দল।

ঐতিহ্যবাহী ইছামতিতে দুই বাংলার প্রতিমা বিসর্জন যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। দশমীর দিন নৌকা করে প্রতিমা নিয়ে আসেন দুই বাংলার নাগরিকরা। নদীতেই বিসর্জনের পর দু'দেশের নাগরিকরা পরস্পর পরস্পরকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান। এই মিলন মেলার সাক্ষী হতে বছরের এই দিনটিতে ইছামতির পাড়ে ভিড় জমান বহু মানুষ। এমনকী কলকাতা থেকেও লোকজন যান এই দিনটি উপভোগ করতে।

বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা গড়তে প্রচার অভিযান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা গড়ে তুলতে বিশেষ পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে নিয়মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে আয়োজন করা হচ্ছে সচেতনতা শিবিরের। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বাল্য বিবাহ মুক্ত স্কুল গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়, হরিরামপুর ব্লকের অন্তর্গত চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং কুশমন্ডি ব্লকের মঙ্গলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়। পাশাপাশি বাল্য বিবাহ না করার জন্য শপথ বাক্য পাঠ করান হয় পড়ুয়াদের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শক্তি বাহিনী এবং মধ্যরামকৃষ্ণপুর গ্রামীন উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে যৌথভাবে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সিএসডব্লু চন্দনা সরকার, রুকসানা পারভিন, শাহানাজ বেগম, ভিএসও স্বরূপ বসাক, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান সহ আরো অনেকে।জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ অক্টোবর এর মধ্যে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার প্রায় ৪ লক্ষ মানুষকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। এর জন্য হাই স্কুল, পুজো প্যান্ডেল, মন্দির, মসজিদ, মাজার, চার্চ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুতে হামলা!

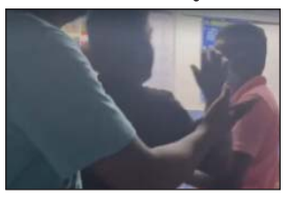

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের হুমকির মুখে চিকিৎসক, নার্সরা। মদ্যপ অবস্থায় এসে হামলা ভাঙচুরের চেষ্টা। মালদার রতুয়া ব্লক হাসপাতালে আতঙ্কে চিকিৎসক, নার্সরা। আঙুল কেটে যাওয়ায় এক ব্যক্তি হাসপাতালে যান। সেই সময় সুতো না থাকায়, পেসেন্ট পরিরবারকে সুতো কিনে আনতে বলা হয়। তাঁরা কিনে আনলে তবে আঙুলের ক্ষত সেলাই করা হয়। পরে একদল লোকজন মদ্যপ অবস্থায় এসে হুমকি দিতে শুরু করে।টেবিল চাপড়ে হুমকি। রতুয়া থানায় পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।রাতে মদ্যপ অবস্থায় হাসপাতালে ঢুকে কর্তব্যরত চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের গালিগালাজ, হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। আর এই অভিযোগে রোগীর পরিবারের দুই আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, সোমবার রাতে রতুয়ার বালুপুর এলাকার এক ব্যক্তি হাতে গুরুতর আঘাত নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে যান। তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। কিন্তু তার হাতে সেলাই করার প্রয়োজন পড়ে।

তিন স্টোন ম্যানের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: আবারও নলহাটি পাথর খাদানে ধস নেমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তিন শ্রমিকের। ঘটনায় গুরুতর জখম আরও এক শ্রমিক।মঙ্গলবার সকাল ১০ টা নাগাদ নলহাটি থানার মহিষাগড়িয়া গ্রাম সংলগ্ন পাথর খাদানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে পাহাড়ের ধ্বসে চাপা পড়ে তিন জন শ্রমিকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া মহিষাগড়িয়া গ্রাম সংলগ্ন পাথর খাদানে শ্রমিকরা পাথর ভাঙার কাজ করছিলেন। কাজের মাঝেই হঠাৎ খাদানে ধস নামে এবং চারজন শ্রমিক পাথরের নিচে চাপা পড়েন।ঘটনাস্থলেই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে মুকেশ মাল এবং কমল মির্ধারের নাম জানা গেছে। তবে তৃতীয় ব্যক্তির নাম এখনো জানা যায়নি। ঘটনায় গুরুতর আহত একজন শ্রমিককে দ্রুত উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মানসিক চাপ মুক্তির ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আইয়ুসভবনে পালিত হল বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। আগামী ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস কিন্তু ছুটি হয়ে যাওয়াই এই দিবস পালনে খামতি রাখতে চান না স্বাস্থ্য বিভাগ। এদিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ী, ডেপুটি সিএম ওএইচ অমিতাভ মন্ডল, এম ও ডি এন টি গৌতম সরকার, ডিপিএইচ এন তন্দ্রা চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন একটি ট্যাবলো র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় সেটি গোটা জেলা জুড়ে পরিক্রমা করবে। এদিনের থিম ছিল কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য।

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার বাবা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ গ্রেপ্তার'গুণধর' বাবা। নবদ্বীপ শহরের প্রাচীনমায়াপুর এলাকায়। অভিযোগ অনুযায়ী, নিজের নাবালিকা মেয়েকে একাধিক বার ধর্ষণ করেছে অভিযুক্ত বাবা। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ,ভয় দেখিয়ে মেয়ের ওপর অত্যাচার করতো স্বামী। সোমবার সন্ধ্যায় মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় ওই ব্যক্তিকে।তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ছ'মাস ধরে এই অত্যাচার চালাচ্ছিল নাবালিকা বাবা নিতাই দেবনাথ।কিন্তু ভয়ে মুখ খোলেনি ওই নাবালিকা।দিন কয়েক আগে ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সে মাকে সমস্ত ঘটনা জানায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাবালিকাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুর থানার পুলিশ গাঁজা উদ্ধার করল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আন্তর্জাতিক শহরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ গাঁজা উদ্ধার করে। বোলপুরে বিবেকানন্দ পল্লী একটি বাড়ি থেকে ৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযোগ রাম পদ্দার, মালা পাশওয়ান, আশা স্বর্ণকারী তিনজনকে অবৈধ গাঁজা ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। উৎসব মরশুমে বোলপুর শহরে গাঁজাসহ বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ। সেই কারণে বোলপুর শহরে চলছে ব্যাপক তল্লাশি। আর সেই তল্লাশি জেরে পুলিশের এই সাফল্য।

সাংবাদিক সংগঠনের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে একটি বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। জানা গেছে, বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে প্রাক শারদ এই অনুষ্ঠানে ১০০১ জন সহ নাগরিকের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস , বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন কাকলি তা গুপ্ত , বিশিষ্ট সমাজসেবী মহেন্দ্র সিং সালুজা , তারক সাহা , স্বরাজ ঘোষ , বিশিষ্ট আইনজীবী উদয় শংকর কোনার , সাংবাদিক ঋষি গোপাল মন্ডল প্রমুখ। এদিন সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয় ।পাশাপাশি তাদের মুখপত্র জনমন-এর উৎসব সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।সংগঠনের সভাপতি বিজয়প্রকাস দাস বলেন , সাংবাদিকরা তো সমাজেরই অংশ।

এটিএম প্রতারণা চক্রের পাণ্ডা গ্রেফতার

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: পুজোর মুখে বড়সড় এটিএম প্রতারণার হদিশ পেল পুলিশ। সোমবার সোনারপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই প্রতারককে। উদ্ধার হয়েছে ৯২টি এটিএম কার্ড। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম রাজু বর্মন ও সমীর নস্কর। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক ০সম্মেলনে বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি পলাশচন্দ্র ঢালি জানান, এটিএম থেকে টাকা তুলতে সাহায্য করার কথা বলে অভিনব প্রতারণার ছক সাজিয়েছিল ধৃতরা। বিভিন্ন এলাকায় এটিএম কাউন্টারের বাইরে অপেক্ষা করত তারা। বয়স্ক লোকজন বা অন্য কেউ কাউন্টারে এসে টাকা তুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত তারা। এরপরই কায়দা করে আসল এটিএম কার্ড হাতিয়ে ধরিয়ে দিত নকল কার্ড। কয়েকবার চেষ্টা করে টাকা তুলতে না পেরে ফিরে যেত ঐ ব্যক্তি। ততক্ষণে পিন জানা হয়ে যেত প্রতারকদের। এরপরই আসল কার্ড দিয়ে টাকা তুলে নিত তারা। তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে ওইদিন সোনারপুর এর ১১ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে দুজনকে ধরে পুলিশ।

প্রথম নজর

ভূমিধসে কাদায় তলিয়ে গেল বাস-গাড়ি, ৩৫ জনের মৃত্যু নেপালে

আপনজন ডেস্ক: নেপাল অতিভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে করে রাস্তাঘাটে আটকা পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন। এরমধ্যে রাজধানী কাঠমান্ডুর একটি মহাসড়কে থেমে থাকা বাস-গাড়ি ভূমিধসের কবলে পড়ে। এ ঘটনায় অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভূমিধসের কারণে রাস্তা বন্ধ থাকায় অসংখ্য যানবাহন মহাসড়কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এরমধ্যে তিনটি বাস ও বেশ কয়েকটি গাড়ির ওপর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এগুলোর ভেতর যেসব যাত্রী ছিলেন তারা তখন কাদার নিচে আটকা পড়ে যান। এরমধ্যে ৩৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে তখন তাদের মধ্যে অনেকেই ঘুমিয়ে ছিলেন।

ভূমিধসের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া মহাসড়কগুলিতে এখনো যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি।

বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নেপালে মঙ্গলবার পর্যন্ত ২০৯ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।

টানা কয়েকদিন ধরে চলমান প্রবল বর্ষণ ও তার জেরে সৃষ্ট পাহাড়ী ঢলের জেরে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে নেপালের বিশাল এলাকাজুড়ে শুরু হয় বন্যা। এই দুর্যোগকে আরো তীব্র করে তুলেছে বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক ভূমিধস।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নেপালের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো। জাতীয় দৈনিক কাঠমান্ডু পোস্ট বলছে, বন্যা এবং ভূমিধসের জেরে নেপালের বিশাল অঞ্চলজুড়ে মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে, অনেক মহাসড়ক এবং রাস্তার চলাচল ব্যাহত হয়েছে, শত শত বাড়ি ও সেতু চাপা পড়েছে বা ভেসে গেছে এবং শত শত পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার যাত্রী আটকা পড়েছেন।

কূটনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি, নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন পিটার হাস

আপনজন ডেস্ক: কূটনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। গত ২৭ সেপ্টেম্ব যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিস থেকে দীর্ঘ ৩৩ বছরের কর্মময় জীবনের ইতি টেনে অবসরে যান তিনি। বর্তমানে এক্সিলারেট এনার্জি নামে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আধুনিক এলএনজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন পিটার হাস। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এক্সিলারেট এনার্জির কার্যালয়ে স্ট্রাটেজিক অ্যাডভাইজর হিসেবে যোগদান করেন তিনি। এক্সিলারেট এনার্জির দায়িত্বে যোগ দিয়ে পিটার হাস বলেন, বিশ্বের জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে মার্কিন বহুজাতিক এই কোম্পানি অসামান্য অবদান রেখে আসছে। মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে এক্সিলারেট এনার্জির এই যাত্রায় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। এক্সিলারেট এনার্জির প্রেসিডেন্ট এবং সিইও স্টিভেন কোবোস বলেন, পিটার হাস এক্সিলারেট এনার্জি টিমে যোগ দেয়ায় আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি (পিটার হাস) তার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্যারিয়ারের সময়জুড়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক উন্নয়নে একজন দক্ষ অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করে গেছেন। ভূ-রাজনীতি এবং বাজার সম্পর্কেও তার সম্যক ধারণা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি তার নেতৃত্ব এবং অভিজ্ঞতা আমাদের টিমকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে বিশ্বে গ্রাহকদের জন্য এনার্জি সিকিউরিটি প্রদানে অসামান্য ভূমিকা রাখবেন তিনি।

মোসাদের সদর দফতর লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহর হামলা

আপনজন ডেস্ক: তেল আবিবে অবস্থিত ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সদর দফতর লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানোর দাবি করেছে হিজবুল্লাহ।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

হিজবুল্লাহ বলছে, তারা তেল আবিবে অবস্থিত মোসাদ এবং ইউনিট ৮২০০'র সদর দফতর লক্ষ্য করে 'ফাদি-৪' রকেট উৎক্ষেপণ করেছে।

হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় মোসাদ সদর দফতরের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, গত এক ঘন্টায় লেবানন থেকে প্রায় ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রবেশ করেছে।

এদিকে এ হামলার পর ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর হোম ফ্রন্ট কমান্ড মধ্য ও উত্তর ইসরায়েলের বেসামরিকদের জন্য নতুন বিধিনিষেধ ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে রয়েছে তেল আবিব, জেরুজালেম, শারন অঞ্চল, কার্মেল এলাকা, ওয়াদি এরা এবং উত্তর পশ্চিমতীর।

এসব জায়গায় যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর পাশে যদি পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র থাকে তাহলে শুধুমাত্র সেগুলোতেই শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যাবে বলে নির্দেশনায় বলা হয়েছে। এছাড়া বাইরে শুধুমাত্র ৩০জন এবং ইনডোরে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩০০ জন জড়ো হতে পারবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সমুদ্র সৈকত বন্ধ রাখারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত এসব নির্দেশনা কার্যকর থাকবে।

এদিকে, হিজবুল্লাহর অবকাঠামো লক্ষ্য করে দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে 'নির্দিষ্ট এবং সীমিত' স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি সেনারা। এরপরই এই অভিযানে ইসরায়েলকে 'সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি' দিয়েছে তাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র।

ইরানকে গুরুতর পরিণতি ভোগের হুঁশিয়ারি দিল যুক্তরাষ্ট্র

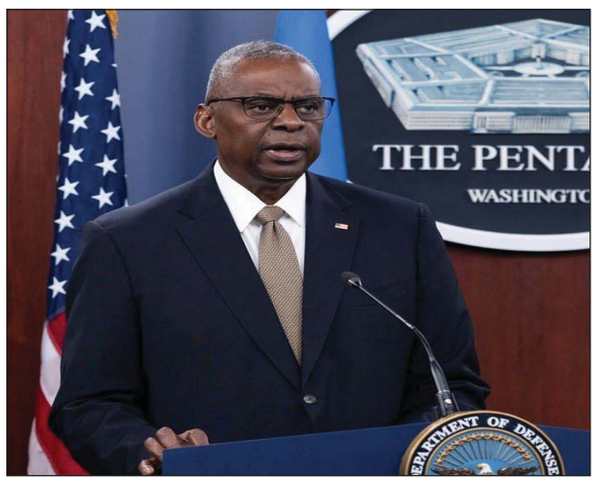

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের পর এবার লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। এ পরিস্থিতিতে মিত্রদেশের সহযোগিতায় ইরানের এগিয়ে আসার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে প্রবল হচ্ছে। ধারণাটির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রও সজাগ। তারা আগেভাগেই জানিয়ে দিল, লেবানন-ইসরায়েল যুদ্ধে ইরানের হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না তারা। ইসরায়েলে হামলা চালালে ইরানকে 'গুরুতর পরিণতি' ভোগ করতে হবে।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এমন হুঁশিয়ারি দেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় তিনি লেখেন, আমি আজ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের সঙ্গে নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং ইসরায়েলি অভিযান নিয়ে কথা বলেছি। আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে। লেবানিজ হিজবুল্লাহ যাতে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় সম্প্রদায়ের ওপর গত ৭ অক্টোবরের মতো আক্রমণ পরিচালনা করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে এ অভিযান।

সীমান্তে আক্রমণের জন্য তাদের অবকাঠামো ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আমরা সম্মত হয়েছি। আমি নিশ্চিত করেছিলাম যে, সীমান্তের উভয় দিকে বেসামরিক নাগরিকরা যাতে নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কূটনৈতিক রেজোলিউশন প্রয়োজন। স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে- ইরান ও ইরান সমর্থিত সন্ত্রাসী সংগঠনের অব্যাহত হুমকির মুখে মার্কিন কর্মীদের, অংশীদারদের এবং মিত্রদের রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভালো অবস্থানে রয়েছে। ইরান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে ইরানকে গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

এদিকে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ নিহতের পর প্রথমবারের মতো জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটির উপপ্রধান নাঈম কাসেম। ওই ভাষণে তিনি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেন, ইসরায়েলের স্থল হামলা রুখে দিতে তারা প্রস্তুত। তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে ইহুদিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত তিনি বলেন, তারা ইসরায়েলের যেকোনো স্থল হামলা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। গাজা ও ফিলিস্তিনের সমর্থনে, লেবানন ও এর জনগণের প্রতিরক্ষা, বেসামরিক নাগরিক হত্যা ও গুপ্তহত্যার জবাবে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। তিনি আরো বলেন, আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করব। ইসরায়েলকে স্থলপথে প্রতিরোধে আমাদের বাহিনী স্থল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমরা জানি যুদ্ধ দীর্ঘ হতে পারে।'

অপরদিকে লেবাননিদের পাশে দাঁড়াতে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জনগণের চাপে ইরান। কিন্তু দেশটির ভঙ্গুর সামরিক ব্যবস্থা, ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর নতুন সরকার এবং খোদ তেহরানে হামলা চালিয়ে হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার ঘটনায় অপ্রস্তুত খামেনির বাহিনী।

জানা গেছে, ইরানের কী করা উচিত তা নিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। চারজন ইরানি কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস। ইরানের রক্ষণশীলরা চাইছে কড়া জবাব দিক তেহরান। তবে মধ্যপন্থি রয়ে-সয়ে দেখতে চাইছে কী ঘটে।

ইসরায়েলে পাল্টা রকেট হামলা চালাল হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: সব শঙ্কাকে সত্য করে এবার লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। স্থল হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়ে লেবানন সীমান্তে ঢুকে পড়ে ইহুদিবাদী সেনারা। ইসরায়েল দাবি করেছে, হামলাটি সীমিত এবং নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্য করে চালানো হচ্ছে। তবে থেমে নেই লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধা হিজবুল্লাহও। তারাও ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালিয়ে আসছে। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, ইসরায়েলি অবস্থানকে কেন্দ্র করে অন্তত ১২টি রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনারা স্থল অভিযান শুরু করলেও তারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। শুধু উত্তর ইসরায়েলে রকেট হামলা নয়, তারা ইসরায়েলি অবস্থান, সেনাবাহিনী ও বসতিকে নিশানা করে পৃথক ১২টি রকেট হামলা চালিয়েছে।

গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতা অক্ষত রয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলে কেবল দক্ষিণে নয়, বেকা উপত্যকাসহ দেশজুড়ে হিজবুল্লাহর স্থাপনাকে নিশানা করেছে। কেবল লেবানন নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে একাই অশান্ত করে রেখেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গত ১ বছরের বেশি সময় ধরে ধ্বংস লীলা চালিয়ে যাচ্ছেন গাজায়। সেই রক্তপিপাসা মেটার আগেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চাইছেন আরেক দেশ লেবাননকে। সেখানে দিনে রাতে ফেলা হচ্ছে টনকে টন বোমা। চোখের পলকেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আকাশচুম্বি সব ভবন। একযোগে গাজা এবং লেবাননে হামলা চালিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি নেতানিয়াহু। হায়েনার মতো চোখ পড়েছে আরেক মুসলিম দেশ ইয়েমেনেও। সেখানেও বিমান হামলা চালিয়েছে যাচ্ছেন তিনি। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে দেশে এমন অশান্ত পরিস্থিতি তৈরির মাস্টারমাইন্ড হচ্ছে আমেরিকা। তাদের পাঠানো অস্ত্র আর বোমা নির্বিচারে ফেলা হচ্ছে আবাসিক এলাকাগুলোতে। যদিও ইসরায়েলি বাহিনী বলছে, তারা সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি আর হিজবুল্লার অবস্থান লক্ষ্য করেই কেবল হামলা চালাচ্ছে।

ইসরায়েলকে থামাতে যে পদক্ষেপের পরামর্শ দিলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান সোমবার বলেন, গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের হামলা বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদের উচিত হবে ১৯৫০ সালে পাস হওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরায়েলের ওপর বল প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া।

১৯৫০ সালে পাস হওয়া ইউনাইটিং ফর পিস রেজল্যুশনে বলা আছে, নিজেদের মধ্যে মতভেদের কারণে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য যদি বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এগিয়ে আসতে পারে।

আংকারায় মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এরদোগান এই রেজল্যুশনের উল্লেখ করে বলেন, সাধারণ পরিষদের উচিত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর ব্যর্থতা দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন এরদোগান।

ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতিতে যেতে বাধ্য করতে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি অর্থনৈতিক, কূটনীতিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানিদের উদ্দেশ্যে নেতানিয়াহুর বার্তা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় অস্থিরতা বিরাজ করছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। আশঙ্কা করা হচ্ছে গোটা অঞ্চল একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। আর সে আশঙ্কার মধ্যেই এবার ইরানি জণগণকে উদ্দেশ্য করে উসকানিমূলক এক ভিডিও বার্তা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইংরেজিতে দেওয়া এক ভাষণে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিদিন আপনারা এমন একটি রেজিমকে দেখতে পাচ্ছেন, যারা আপনাদের বশীভূত করে রেখে লেবাননকে রক্ষা করার, গাজাকে রক্ষা করার বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। এবং প্রতিদিন সেই রেজিমই আমাদের অঞ্চলকে অন্ধকারে ও আরো গভীরে যুদ্ধে নিমজ্জিত করে।'

ইরানের প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোকে ইঙ্গিত করে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইরানের পুতুলদের নির্মূল করা হচ্ছে। যেমন : মোহাম্মদ দায়েফ, নাসরুল্লাহ। মধ্যপ্রাচ্যের এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে ইসরায়েল পৌঁছাতে পারে না। এমন কোথাও নেই যে আমরা আমাদের জনগণকে রক্ষা করতে যাব না।' তিনি বলেন, ইরানের অধিকাংশ মানুষই জানেন এই রেজিম তাদের নিয়ে মোটেও ভাবে না। যদি তারা সত্যিই আপনাদের কথা ভাবত, তাহলে তারা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখতে কোটি কোটি টাকা খরচ করত না। এর পরিবর্তে তারা আপনাদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করত। তিনি আরো বলেন, যখন ইরান সত্যিকার অর্থে মুক্ত হবে, সেই সময়টা মানুষের ভাবনার অনেক আগেই আসবে। কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে না। আমাদের প্রাচীন ইহুদি ও পারস্য সম্প্রদায়ের মানুষ অবশেষে শান্তি খুঁজে পাবে। আমাদের দুই দেশ ইরান ও ইসরায়েল, শান্তি খুঁজে পাবে। নেতানিয়াহু বলেন, যখন সেই দিন আসবে, এই রেজিম দেউলিয়া হবে, ভেঙে চুরমার হবে। ইরানের এমন উন্নয়ন ঘটবে যা আগে কখনো ঘটেনি। ইরানের বর্তমান সমাজে থাকা মেধার মাধ্যমেই বৈশ্বিক বিনিয়োগ, পর্যটনের ব্যাপক বিকাশ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঘটবে। নেতানিয়াহু বলেন, 'ধর্মান্ধ মৌলভিদের একটি ছোট দলকে আপনাদের আশা ও স্বপ্নকে চূর্ণ করতে দেবেন না। আপনারা আরো ভালো কিছুর দাবিদার, আপনাদের সন্তানেরা আরো ভালো পাওয়ার অধিকার রাখে। আমি জানি আপনারা হামাস ও হিজবুল্লাহর ধর্ষক-খুনিদের সমর্থন করেন না, কিন্তু আপনাদের নেতারা করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৯ মি.

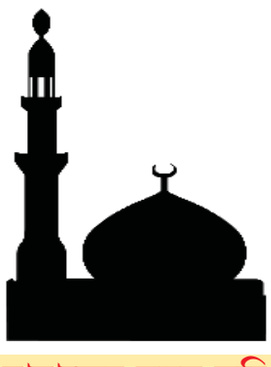

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৮	৫.২৮
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪৪	
মাগরিব	৫.২৯	
এশা	৬.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

চীনে সুপারমার্কেটে ছুরি হামলা, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: চীনের বৃহত্তম শহর সাংহাইয়ের একটি সুপারমার্কেটে ছুরি হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত আরো ১৫ জন। বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় রাতে এক ব্যক্তি ওয়ালমার্ট সুপারমার্কেটের ভেতরে ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয়, কিন্তু সেখানে তিনজন মারা যান।

এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। তারা সেখান থেকে লিন (৩৭) নামের হামলাকারীকে গ্রেফতার করে।

লেবাননে ইসরায়েলি সেনাদের প্রবেশের তথ্য মিথ্যা: হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের ভেতর সীমিত আকারে স্থল হামলা শুরু হয়েছে বলে সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে এক বিবৃতি জানায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। তবে ইসরায়েলের এই দাবি মিথ্যা বলে পাল্টা দাবি করেছে লেবাননের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র প্রতিরোধগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সকালে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের স্থল হামলার ব্যাপারে বলে, কয়েক ঘণ্টা আগে হিজবুল্লাহর অবকাঠামো লক্ষ্য করে দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে নির্দিষ্ট ও সীমিত আকারে স্থল অভিযান শুরু করেছে আমাদের সেনারা। ব্লু লাইনের কাছে অবস্থিত হিজবুল্লাহর এই অবকাঠামোগুলো ইসরায়েলি শহরগুলোর জন্য তাৎক্ষণিক হুমকি। এদিকে হিজবুল্লাহ বলেছে, আমাদের যোদ্ধা ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে সরাসরি কোনো সংঘর্ষ হয়নি। তবে আমরা এমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি।

এর আগে সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছিল, ইসরায়েলি সেনারা লেবাননে প্রবেশ করেছে। তবে যতটুকু তারা এগিয়েছে সেটুকু জায়গা হেঁটে যাওয়া যাবে।

থাইল্যান্ডে স্কুলবাসে আগুন, ২৩ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডে একটি স্কুলবাসে আগুন লাগার ঘটনায় অন্তত ২৩ স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় কয়েকজন শিক্ষকও প্রাণ হারিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাসটিতে মোট ৪৪ জন আরোহী ছিলেন। যার মধ্যে ৩৮ জন শিক্ষার্থী আর ছয়জন শিক্ষক। মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) দেশটির রাজধানী ব্যাংককে এ ঘটনা ঘটে। বাসটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬ জনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। দেশটির পরিবহনমন্ত্রী সুরিয়া জংরুংগ্র্যাংকিট জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় কতজন হতাহত হয়েছেন সেটি তারা এখনো নিশ্চিত করতে পারেননি। তবে ২৩ জন এখনো নিখোঁজ আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাসটি উথাই থানি প্রদেশ থেকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে উত্তর ব্যাংকের একটি মহাসড়কে এটির টায়ার বিস্ফোরিত হয়। এরপর বাসটি রাস্তার পাশের বেড়ায় আছড়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বাসটি একটি ওভারপাসের নিচে দাউদাউ করে জ্বলছে। ওই সময় ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হতে দেখা যায়।

উদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত এক উদ্ধারকর্মী জানিয়েছেন, আগুন নেভানোর পর বাসটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য তাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এরপর তারা মরদেহ খোঁজার কাজ শুরু করেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৬৮ সংখ্যা, ১৬ আশ্বিন ১৪৩১, ২৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

ব্যুরোক্রেসি

ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা অনেকেই ওয়াকিফহাল; কিন্তু ইহা যেই জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ক্রমশ সরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহা খুবই দুঃখজনক। কেননা আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ নহে বলিয়া এই সকল দেশে অস্থিরতা লাগিয়াই থাকে। মূলত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে রাজনৈতিক দলগুলি যখন যাহা খুশি তাহা করিতে না পারে। প্রশাসনে বজায় থাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স তথা ভারসাম্যতা। রাজনৈতিক দলসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা এমপি-মন্ত্রী হইয়া রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ তাহাদের নির্বাচনি আসনে অধিক হারে লইয়া যাইতে চাহেন। ইহা যাহাতে না হয় বরং দেশের মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়, এই জন্য আমলাতন্ত্র রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তথা আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে পালন করে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা রক্ষায়ও তাহাদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ও নিয়মানুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হয়। তাহাদের দলীয় নেতাকর্মীর মতো আচরণ বেমানান ও অপ্রত্যাশিত। তাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দলীয় আনুগত্যের জন্য নহেন। এই কথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হইতে শুরু করিয়া বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কোনো কোনো দেশে এমনভাবে সকল কিছু দলীয়করণ করা হয়, যাহাতে দল ও আমলাতন্ত্র একাকার হইয়া যায়। ইহা ক্ষমতাসীনদের দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকিবার জন্য সুবিধাজনক বটে, তবে দেশ ও দশের জন্য অমঙ্গলজনক। ইহার জন্য নাগরিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমলাতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করিতে না পারিবার মূল কারণ হইল বিভিন্ন সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকশিত হইবার সুযোগ না দেওয়া, বরং তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার পাঁয়তারা করা। খোদ এই সকল প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ করেন, অনেক সময় তাহাদেরও চক্ষুলজ্জা বলিয়া কিছু থাকে না। ছোটকালে তাহাদের মায়েরা তাহাদের চক্ষুতে কাজল দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে তাহারা চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া কীভাবে এতটা নিচে নামিতে পারেন? রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ তথা নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। যিনি বা যাহারা ক্ষমতায় থাকেন তাহাদের কথামতো যাহা খুশি তাহা করা যায় না। যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দলীয়করণ হয়, তাহা হইলে সেই দেশের সাধারণ মানুষ যাইবেন কোথায়? কেননা সবাই তো একই দল করেন না বা করিতে পারেন না। তখন যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। কারণ এই অবস্থার তো বিকল্প নাই। বিকল্প কেবল গণ-আন্দোলন। সকল পথ রুদ্ধ হইলে তখন কেবল এই পথই খোলা থাকে। এই জন্য আমরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রায়শ অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা লক্ষ করিয়া থাকি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু উন্নয়নশীল দেশে আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া ক্ষমতাসীনরা আজীবন ক্ষমতায় থাকিবার চেষ্টা অতীতে যেমন করিয়াছে, এখনো তেমনি করিয়া যাইতেছে। আজীবনই যদি ক্ষমতায় থাকিতে হইবে তাহা হইলে শুধু শুধু জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রচেষ্টা কেন? এই সকল দেশে ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কঠিন ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যেই সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অগ্রহণযোগ্য, অসমর্থনযোগ্য ও অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি রূপকথার অবতারণা করা যাইতে পারে। মাছেরা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া দেবতার নিকট তাহাদের রাজা চাহিলেন। দেবতা এক কচ্ছপকে মনোনীত করিলেন তাহাদের জন্য; কিন্তু কচ্ছপ কেবল ঘুমায়। মাছেদের কল্যাণে তাহার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। দেবতা এইবার পাঠাইলেন মাছরাঙা পাখিকে রাজা করিয়া; কিন্তু ইহার ফল হইল মারাত্মক। ইহার পর মাছেরা যখনই মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তখনই মাছরাঙা তাহাদের ধরিয়া আস্তা খাইয়া ফালায়। এইভাবে মাথা তুলিলেই তাহারা নাই হইয়া যায়। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে এখন পরিস্থিতি এমনটাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার এই সকল হতভাগ্য দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে না পারাটাই বড় ব্যর্থতা। ফলে যেই পথ খোলা থাকে, আমরা চাই বা না চাই—বারংবার সেই পথেই যায় আমজনতা। সেই পথ অবলম্বন করাটা তাহাদের নিকট তখন হইয়া দাঁড়ায় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহা-অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজির একদিকে অহিংসার ব্রত ও সত্যাগ্রহ এবং অন্যদিকে উদ্দীপিত তেজ ও মানসিক সাহস কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেনি বরং তা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মকান্ড প্রায় দুশো বছরের শোষিত ভারতবাসীকে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। সারা জীবন তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে অহিংসা কেবলই দুর্বলের মুখোশ নয় বরং তা সবলের শক্তি। লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান...**

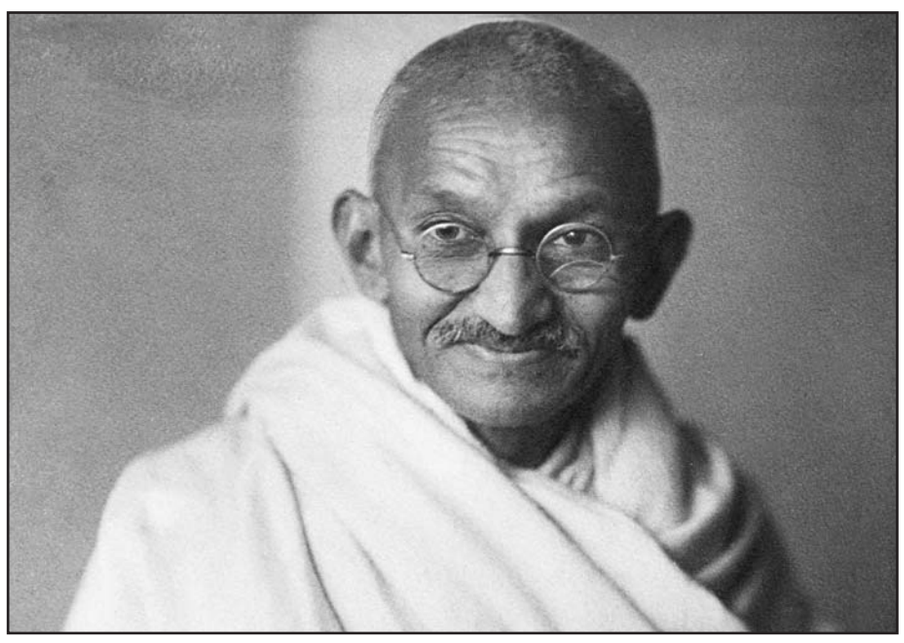

এ মানবজীবন নশ্বর! কিন্তু মানবজীবনের মূল্য তাঁর আয়ুর পরিধিতে বিচার্য নয়। মানুষের কাজ ও কৃতিত্বের নিরিখেই তাঁর চিরজীবিতা নির্ভর করে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা তথা কর্মকাণ্ডের অনন্যতাই সেই ব্যক্তি মানুষটিকে অবিস্মরণীয় সর্বোপরি সর্বজন শ্রদ্ধেয় করে তোলে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওরফে ' বাপু '(বাবা)কিংবা ' মহাত্মা গান্ধী ' (মহান আত্মা)এমনই একজন অমিতেজ কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত, ত্যাগব্রতী সন্যাসী, আমৃত্যু অহিংসার পূজারি - 'জাতির জনক'; যিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হলে ও আজো প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদমাঝে অম্লান ও মৃত্যুঞ্জয়ী ।গান্ধীজির ' করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে '(Do or Die) এবং 'ইংরাজ ভারত ছাড়ো ' (Quit India) রণধ্বনি তামাম ভারতবাসীদের উত্তাল করে তুলেছিল। তাঁর মহাত্মার প্রচন্ড মানবিক শক্তি গোটা দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি পরাধীন ভারতের দিশেহারা পথভ্রান্ত আপামর জনতাকে জাতীয়তাবোধের প্রবল উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। গান্ধীজির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সত্য,প্রেম, অহিংসা ও সর্বোদয়। তিনি জনগণকে ত্যাগের মহানব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

গান্ধীজির একদিকে অহিংসার ব্রত ও সত্যাগ্রহ এবং অন্যদিকে উদ্দীপিত তেজ ও মানসিক সাহস কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেনি বরং তা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মকান্ড প্রায় দুশো বছরের শোষিত ভারতবাসীকে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। সারা জীবন তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে অহিংসা কেবলই দুর্বলের মুখোশ নয় বরং তা সবলের শক্তি। তিনি ১৮৯১ সালে ব্যারিস্টার পাস করে বোম্বে হাইকোর্টে যোগদান করেন। তবে তিনি ১৮৯৩ সালে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে ও পরাধীন কালা আদমির উপর চলছিল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার। প্রকাশ পায় দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নগ্ন বর্বরতা। দিন দিনই বাড়ে ভারতীয় বণিক এবং শ্রমিক শ্রেণির উপর অমানুষিক নির্যাতন । গান্ধীজি এই অপমানিত তথা মানহারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গড়ে তুলেন 'নাটাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। এই প্রতিষ্ঠানই হলো নিষ্পেষিত, নির্যাতিত প্রবাসী ভারতীয়দের মর্যাদা রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। এই 'নাটাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' হলো গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র ।এর মধ্য দিয়েই তিনি শুরু করেন আপোষহীন আন্দোলন। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গান্ধী প্রথমে তাঁর অহিংস শান্তিপূর্ণ নাগরিক আন্দোলনের মতাদর্শ প্রয়োগ করেন। ভারতে ফিরে আসার পরে দু:স্থ কৃষক - দিনমজুরকে সঙ্গে নিয়ে বৈষম্যমূলক কর আদায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন এবং দেওবন্দীদের অধীনে খেলাফত আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর তিনি সমগ্র ভারতব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, জাতির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার শুরু করেন। তবে এই সবগুলোর মূলে ছিল স্বরাজ অর্থাৎ ভারতকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন। ১৯১৭ - ১৯১৮ সালে বিহারের চম্পারণে নীল চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেন ' চম্পারণ সত্যাগ্রহ '। ১৯৩০ সালে তিনি ভারতীয়দের লবণ করের বিরুদ্ধে ৪০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করেন এবং ' লবণ সত্যাগ্রহ ' আন্দোলন (যা 'ডান্ডি অভিযান' নামে পরিচিত) গড়ে তুলেন। ফলে স্পন্দিত হয় আসমুদ্র হিমাচল । ভারতের জনমনে সৃষ্টি হয়েছিলো উত্তাল তরঙ্গ। সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী ভীত হয়ে উঠে। পথ ছেড়ে দেয় নিরস্ত্র সংগ্রামের এই সেনানায়ককে। ১৯৪২ সালে গান্ধী ' ভারত ছাড়ো ' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সমগ্র ভারতবাসী সামিল হয়েছিল সেই ' ভারত ছাড়ো ' আন্দোলনে। গান্ধীজি কারাবন্দী হয়েছিলেন। উত্তাল জনতরঙ্গে কেঁপে উঠেছিল ইংরেজ শাসনের ভীত। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজ সরকার প্রদত্ত ' কাইজার - ই-হিন্দ ' পদক প্রত্যাখ্যান করেন। গান্ধীজি নরমপন্থী নেতা হলে ও বাস্তবে ছিলেন নির্ভীক তথা দৃঢ়চেতা। তিনি পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য নির্দ্বিধায় একাধিকবার কারাবন্দী হয়েছিলেন। গান্ধীজি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম তথা আধুনিক ভারতের উজ্জ্বল তারকা। তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, যার মাধ্যমে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তাদের অভিমত ব্যক্ত করে। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে। এই আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি, যা সমগ্র বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুপ্রেরণা। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বলিষ্ট প্রতিবাদ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ছিলেন লাঞ্চিত মানবতার মুক্তি - দূত, স্পর্ধিত রাজশক্তির অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ছিল বিস্ময়কর সাংগঠনিক প্রতিভা। অস্পৃশ্যতাকে তিনি মনে করতেন পাপ। তাঁর ' হরিজন আন্দোলন' ছিল এক নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন। তাই তাঁর স্বরাজ ভাবনা ও রাষ্ট্রদর্শন ছিল সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। তাই বুনিয়াদি শিক্ষা, জাতপাত - অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন, সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকৃতি, বিকেন্দ্রীকরণ শাসন ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা তথা পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা সর্বত্রই গান্ধীজির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত ও বিশ্ব মাঝে ' মহাত্মা ' ও ' বাপু ' হিসেবে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী খ্যাতি অর্জন করেন। ভারত সরকার ও গান্ধীজির সম্মানার্থে তাঁকে ' জাতির জনক ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ২ রা অক্টোবর তাঁর জন্মদিন ভারতের ' গান্ধী জয়ন্তী ' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।২০০৭ সালের ১৫ জুন জাতি সংঘের সাধারণ সভা ২ রা অক্টোবরকেই ' আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

'থ্রি ইডিয়টস'-এর বাস্তব চরিত্র সোনম ওয়াংচুক ও তাঁর দলকে দিল্লিতে ঢুকতে দিল না পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: লাদাখের পরিবেশ আন্দোলনকারী, শিক্ষাবিদ ও ম্যাগসাইসাই পুরস্কারজয়ী সোনম ওয়াংচুককে দিল্লিতে ঢুকতে দিল না পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে সিংঘু সীমান্তে দিল্লি পুলিশ তাঁদের যেতে বাধা দেয়।

ওয়াংচুকের সঙ্গে শতাধিক আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা সবাই লাদাখের পরিবেশ রক্ষা ও অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দিল্লি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল আমির খানের জনপ্রিয় সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস'। পর্দায় তাঁর চরিত্রের নাম ছিল র‍্যাঞ্চোরদাস শ্যামলদাস চ্যাঞ্চোড় ও ফুংসুখ ওয়াংডু।

লাদাখের ভঙ্গুর পরিবেশ রক্ষা, পৃথক রাজ্য গঠন ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত করার দাবিতে সোনম ওয়াংচুক অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করছেন। ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকার স্থানীয় জনগণ জমি ও সংস্কৃতি রক্ষায় নিজেরা আইন প্রণয়ন করতে পারেন। কিছুদিন আগে এই দাবি আদায়ে তিনি অনশনও করেছিলেন। এবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার দাবিতে শুরু করেন দিল্লি অভিযান।

গত ১ সেপ্টেম্বর লাদাখ থেকে পদযাত্রা শুরু করে হিমাচল প্রদেশ হয়ে তাঁরা সমতলে পৌঁছান।

গতকাল দিল্লি অভিমুখে তাঁরা বিভিন্ন গাড়িতে রওনা হন। উদ্দেশ্য ছিল, রাজঘাটে গান্ধীজির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা। কিন্তু সিংঘু সীমান্তে তাঁদের আটকে দেয় দিল্লি ও হরিয়ানার পুলিশ। পাঞ্জাব-হরিয়ানার আন্দোলনরত কৃষকদেরও এখানেই আটকে দেওয়া হয়েছিল।

সোনম ওয়াংচুকের দাবি, পাঁচ বছর আগে লাদাখের জনগণকে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা আদায় করাই তাঁদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য। দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হওয়ার আগে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, ১৫০ পদযাত্রীর সঙ্গে তাঁকে আটক করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমাদের দলে বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রয়েছেন, রয়েছেন সাবেক সেনানীরাও। ভাগ্যে কী আছে, জানি না। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পদযাত্রা করছি। আমরা বাপুর (গান্ধীজি) সমাধিতে যেতে চাই। এটা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, যা কিনা গণতন্ত্রের মা বলে পরিচিত, হায় রাম।'

সোনম ওয়াংচুকসহ লাদাখের শান্তিপূর্ণ পদযাত্রীদের আটকে দেওয়ার সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আজ মঙ্গলবার এক্সে তিনি বলেন, সরকারের এই আচরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সোমন ওয়াংচুক ও অন্য লাদাখি জনতা পরিবেশ ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে পদযাত্রা করছিলেন। এই আচরণ অসমর্থনীয়।

রাহুল লেখেন, 'লাদাখের ভবিষ্যৎ রক্ষা যাঁদের লক্ষ্য, সেই প্রবীণ নাগরিকদের কেন দিল্লি সীমান্তে আটকে দেওয়া হলো? মোদিজি, কৃষকদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, তেমনভাবেই এই চক্রব্যূহও ভেঙে যাবে, ভাঙবে আপনার ঔদ্ধত্যও। লাদাখের জনতার আওয়াজ আপনাকে শুনতে হবে।' এই আন্দোলনের জেরেই গত লোকসভা ভোটে লাদাখের জেতা আসন বিজেপি হারিয়েছে।

সোনম ওয়াংচুকসহ লাদাখবাসীদের অনেক অভিযোগের একটি হলো সেখানকার খনিজ পদার্থের ভার বেসরকারি সংস্থার হাতে সরকার তুলে দিতে চাইছে। লাদাখে এভাবে খননকাজ শুরু হলে ভঙ্গুর পরিবেশ নষ্ট হবে। প্রকৃতি বিরূপ হবে। ধ্বংস হবে লাদাখ। ক্ষতি হবে দেশের।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সম্পর্ক ও রাজনৈতিক মতবিরোধ

পাশারুল আলম

একটি বিশ্লেষণ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ও মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, দুই মহাত্মাই উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিহ্নিত। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এক—ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। তবে তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন, কর্মপন্থা, এবং কৌশল নিয়ে মতবিরোধ এতটাই প্রকট ছিল যে, এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক মতবিরোধ

মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বোসের মধ্যে প্রধান মতভেদ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত কৌশল নিয়ে। গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শন ছিল অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের প্রতি মানবিক সহানুভূতি ও নৈতিক শক্তি দিয়ে তাঁদের মন পরিবর্তন করা সম্ভব। ব্রিটিশরা তখন ঔপনিবেশিক শাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে বলে তাঁর ধারণা ছিল।

অন্যদিকে, সুভাষচন্দ্র বোসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল র‍্যাডিক্যাল এবং কার্যত চরমপন্থী। তিনি মনে করতেন যে, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সরাসরি পদক্ষেপের মাধ্যমেই ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা সম্ভব। বোস বিশ্বাস করতেন যে, একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী তৈরি করতে হবে এবং সেই বাহিনী দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে সামরিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) গঠন করেছিলেন এবং জার্মানি ও জাপানের মতো দেশগুলোর সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই অবস্থান এবং কৌশল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ

সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। যদিও কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর বিরাট প্রভাব ছিল, বোসের সভাপতিত্বকালে তাঁর এবং গান্ধীর সমর্থকদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হয়। ১৯৩৯ সালে বোস আবারও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বোসের মতপার্থক্য এতটাই তীব্র হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপরে, তিনি তাঁর নিজস্ব দল "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠন করেন। বোসের নেতৃত্বে এই দলটি ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক নতুন র‍্যাডিক্যাল পন্থা অনুসরণ করতে চেয়েছিল।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক

রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও, মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বোসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সম্মানসূচক। সুভাষচন্দ্র বোস মহাত্মা গান্ধীকে "জাতির পিতা" বলে সম্বোধন করতেন, এবং গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। অপরদিকে, মহাত্মা গান্ধীও বোসের সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গান্ধীজী নেতাজীকে প্রকৃত দেশ প্রেমী মনে করতেন। যদিও তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁরা দুজনেই জানতেন যে তাঁদের লক্ষ্য এক, এবং সেটা ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস-এর সঙ্গে সম্পর্ক

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এবং হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসের সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। নেতাজি ছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক নেতা, যিনি সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে শামিল করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। সাভারকার ও হেডগাভারের সঙ্গে নেতাজির কিছু রাজনৈতিক মতৈক্য থাকলেও তাঁদের আদর্শগত মতবিরোধ ছিল স্পষ্ট। নেতাজি ধর্মনিরপেক্ষ এবং বহুত্ববাদী ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস হিন্দুদের জন্য আলাদা গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌথ অবদান

মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বোস উভয়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশাল অবদান রেখেছিলেন, যদিও তাঁদের পথ আলাদা ছিল। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য সমর্থন তৈরি করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের মানুষ এক হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে, সুভাষচন্দ্র বোসের সশস্ত্র সংগ্রাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল, যা ব্রিটিশ শাসনের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এবং মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি বিপরীত মেরুর প্রতিনিধিত্বকারী, কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। তাঁদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁরা দুজনেই অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন।

** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম নজর

‘রবের বড়ত্ব ঘোষণা করো’ প্রচার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অশান্ত এই পৃথিবীর ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনে দুনিয়ার মোহ আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে চলেছে কবর পানে। কেউ টের পায়, কেউবা টের পাওয়ার পূর্বেই কবরে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে জালিমের জুলুমের শিকার হয়ে বিশ্বময় চলছে শুধু নির্যাতিত মাজলুমের চাপা কান্নার করুণ আর্তনাদ। সমাজ আজ নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, মদ, সুদ, ঘুষ, জুয়া এবং জেনা-ব্যভিচারের মত ব্যাধিতে ভরপুর হয়ে গেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ শয়তানের সয়লাব, খোদাদ্রোহিতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষকে সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে মানুষরূপী শয়তানের গোলামীতে আবদ্ধ করছে। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষকে সমস্ত খোদাদ্রোহীতা থেকে মুক্ত করতে এবং মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার আহ্বান নিয়েই ইসলামিক ইয়ুথ ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ জোন “আর তোমার রবের বড়ত্ব ঘোষণা করো” শিরোনামে সারা রাজ্যব্যাপি একটি প্রচার অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১-১৯শে অক্টোবর এই প্রচার অভিযান চলবে এবং ২০শে অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার নূর মোহাম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, ইনশা’আল্লাহ।

শালী নদীর বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়ায় চলছে ঝুঁকির পারাপার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শালী নদী পারাপারের জন্য গত চার মাস আগে ভেঙেছে বাঁশের সাঁকো। নেই লাইফ জ্যাকেট। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় করে নদী পারাপার করছে স্কুল পড়ুয়ারা।

ক্ষুব্ধ আট থেকে দশটি গ্রামের সাধারণ মানুষরা , দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের গোস্বামী গ্রাম সংলগ্ন শালী নদী পারাপারের জন্য আট থেকে দশ টি গ্রামের সাধারণ মানুষদের একমাত্র ভরসা ছিল বাঁশের সাঁকো। গত চার মাস আগে শালী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে জলের তরে সেই বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। তাই নদী পারাপারের জন্য এই মুহূর্তে একমাত্র ভরসা নৌকা। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষরা প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছেন। কোনরকম লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং সাধারণ মানুষ নৌকা করে যাতায়াত করছেন। এমতাবস্থায় প্রাণহারির মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি , তাদের এই সমস্যা আজকের নয় বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা ভোগ করে আসছেন তারা। গোস্বামী গ্রাম, মামুদপুর, শালখারা, বৈকুণ্ঠপুর, ফরিদপুর সহ আট থেকে দশটি গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত থেকে শুরু করে কোন মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে প্রতিদিন একরাশ আতঙ্ক নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। অনেক সময় নৌকা পালটি হয়ে যায়। তাই দ্রুত শালী নদীর ওপর একটি পাকা সেতু তৈরি করার দাবী জানিয়েছেন তারা।

বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান, নৌকায় যাতায়াতের জন্য লাইফ জ্যাকেট যাতে ব্যবহার করে তার জন্য আমরা ওখানে লোক পাঠাচ্ছি। এছাররাও তিনি বলেন , ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের তরফে এই সমস্যার কথা জেলাতে পাঠানো হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় আমরা সব রকম ভাবে তার চেষ্টা করছি।

অগ্নি নির্বাপণ পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন দুবরাজপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান। পূজার আগেই এলাকাবাসীর কাছে উপহার। মহালয়ার ঠিক পুণ্যলগ্নে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর শহরবাসী সহ এলাকাবাসীর কাছে সুখবর। মঙ্গলবার দুবরাজপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে ঈদগাহ পাড়ায় অবস্থিত অগ্নি নির্বাপণ পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের অধীনে দূর সঞ্চার পদ্ধতিতে দুবরাজপুর অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য একই সাথে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়াতে ও অনুরূপ অগ্নি নির্বাপণ পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এটির নির্মাণ সাপেক্ষে ব্যয় আনুমানিক ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। আরও জানা যায় যে,এখানে দমকলের দুটি ইঞ্জিন থাকবে এবং ফায়ার স্টেশন ইনচার্জ সহ বেশ কয়েকজন দমকল কর্মী থাকবেন বলে জানান দমকল বিভাগের আধিকারিক রতন কুমার হালদার। বিশেষ উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এই দমকল কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছিলেন। আজকের অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শুভসূচনা করেন জেলাশাসক বিধান রায়। এছাড়াও ছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখার্জি, সদর মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিং, দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও রাজা আদক, দমকল বিভাগের আধিকারিক রতন কুমার হালদার, ডিএসপি ক্রাইম প্রতীক রায়, দুবরাজপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর শুভাশিস হালদার, দুবরাজপুর থানার ওসি তপাই বিশ্বাস, দুবরাজপুর পৌরসভার উপ পৌরপতি মির্জা সৌকত আলী, দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব হেমব্রম, পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রফিউল হোসেন খান সহ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও দমকল কর্মীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জমিয়তে বাংলার বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আন্দোলন সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় জমিয়তে উলামায়ে বাংলা উদ্যোগে ও আল হেরা স্টুডিও এর সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ করা হল। এদিনের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলার কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বাকিবিল্লাহ, শিক্ষক মুন্নাবাবু, মাওলানা আল মামুন, মাওলানা মোস্তফা গোলদার, হাফেজ কবিরুল ইসলাম,আল আমিন, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সংবর্ধিত এম ওয়াহেদুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: উত্তর মালদহের অন্যতম বিদ্যালয় সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উ . মা) এ শারদোৎসব অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভীক সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, ‘সদর পুর উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত হলে ও ছাত্র - ছাত্রীরা শিক্ষা - দীক্ষা অর্জনের সাথে সাথেই সমহারে এগিয়ে যাচ্ছে সংস্কৃতির আঙিনায়, তারা বিভিন্ন জায়গায় তাদের মান্নোয়নের প্রতিভা বিকাশে সক্ষম হয়েছে; তা সত্যি প্রশংসনীয়।’ অনুষ্ঠানে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয় সাহিত্যিক, নাট্যকার ও বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক এম ওয়াহেদুর রহমান এবং আসমাউল হক মহাশয়কে । এছাড়াও অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, নাচ , নৃত্যনাট্য উমা, তাৎক্ষণিক বক্তব্য পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কাঞ্চন সিনহা, প্রাক্তন সহ শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্ডল, আনোয়ার জাহিদ সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষিকা , অশিক্ষক কর্মচারীগণ।

ডেঙ্গু রোধে জনসচেতনতা প্রচার বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা মূলক প্রচার পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে। প্রতিটি ব্লক ও পৌরসভা এলাকায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নথিভুক্ত লোকশিল্পীরা গানের মাধ্যমে প্রচার করছেন। শারদীয়া উৎসবে মানুষ যাতে সচেতন থাকেন এবং সুস্থ থাকেন সেই লক্ষ্যে এই প্রচার চলছে। লোকশিল্পীরা গানের সাথে সাথে লিফলেট বিলি করছেন পথ চলতি মানুষদের। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে র‍্যালি করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ২০০ জনের অধিক লোকশিল্পীকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ডেঙ্গু সচেতনতা গান সমস্ত পুজো কমিটিদের প্রচারের জন্য দেওয়া হয়েছে। লোকশিল্পী মনিদীপা মজুমদার, অসিত মুখার্জি, সুধীর রায়, পলাশ হাজরা, প্রণব রায়সহ বিভিন্ন শিল্পীরা সফলতার সাথে এই ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা মূলক প্রচার করে চলেছেন। এর জন্য শিল্পী পিছু ১০০০ টাকা সাম্মানিক প্রদান করা হবে। পুজোর মুখে এই ধরনের অনুষ্ঠান পেয়ে খুশি জেলার শিল্পীরা।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, ধৃত শিক্ষক

আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: কলকাতা আরজিকর ঘটনা নিয়ে যখন তোলপাড় রাজ্য তখন একেরপর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৫ থেকে ৮০ কেউ বাদ যাচ্ছে না। এক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে একজন স্কুল শিক্ষককে পকশো আইনে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিউড়ি মহকুমার বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিকেটিপিপি প্রবীর সেনগুপ্ত উচ্চবিদ্যালয়ের ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয়সুত্রে জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক সব্যসাচী গুপ্তকে ওই স্কুলের এক নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রবিবার বক্রেশ্বর টাউনশিপেরকোয়াটার থেকে সদাইপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিদ্যালয়ে বার্ষিক অনুষ্ঠানের রিহার্সল চলাকালীন ২৮ সেপ্টেম্বর ওই অভিযুক্ত শিক্ষক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ওই স্কুল ছাত্রী বাড়িতে গিয়ে তার বাবা মা’কে সমস্ত ঘটনা বলে। ছাত্রীর পরিবার সদাইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে পকশো আইনে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার সিউড়ি আদালতে ধৃতকে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সু-পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হলো সোমবার। পঞ্চায়েতের একটি কক্ষে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে এই সু পুষ্টি দিবস পালন করা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের সাধভক্ষণ ও শিশুদের অন্নপ্রাশনের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সুষম খাবার দেওয়া হয় গর্ভবতী মায়েদের। খাবার তালিকায় ছিল দুই রকম পায়েস, মিষ্টি খিচুড়ি,দুদ পিঠে,কচুরি,পার্টিসাপ্টা,পাঁপড় ও আচার সহ আরো অনেক কিছু। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের তৃনমূলের সভাপতি মার্জিনা খাতুন সহ অন্যরা। সিডিপিও আব্দুস সাত্তার বলেন,১৫ জন প্রসূতি ও ১৬ জন গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে এই সু পুষ্টি দিবস পালন করা হয়। গর্ভবতীদের কি ধরণের খাবার খাওয়া প্রয়োজন। কোন কোন খাবারের পুষ্টিগুণ গর্ভবতীদের জন্য উপকারী। পাশাপাশি শিশুদের কি ধরণের সব্জি বা খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক বাজারকে রক্ষা করতে মিছিল

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাটের ঐতিহ্যবাহী ঝিংকিরহাট। ঐতিহ্যবাহী এই হাটকে সম্প্রতি কিছু অসাধু চক্রের লোকজনের বন্ধ করার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাজার কে রক্ষা করার জন্য এবার একত্রে আন্দোলনে নেমেছে এলাকার দোকানদাররা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাটের ঝিংকিরহাট এলাকায় এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী হাটকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়। এলাকার ব্যবসায়ীদের দাবি ঐতিহ্যবাহী হাটকে কোনোভাবেই বন্ধ করতে দেয়া যাবে না। এলাকার এই ঐতিহ্যবাহী হাটকে রক্ষা করার জন্য একযোগে আন্দোলন নেমেছে এলাকার নাগরিক সমাজের সদস্যরা। সন্ধ্যার সময় এলাকার নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এলাকায় একটি মিছিল করা হয় মিছিলের পাশাপাশি সভা করে সাধারণ মানুষদের এবং সরকারি আধিকারিকদের সমস্ত স্তরে জনগণ কি এই ঐতিহ্যবাহী ঝিংকিরহাট কে রক্ষা করার জন্য এলাকার নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। এক ব্যবসায়ী নি বলেন, মগরাহাটের ইতিহাসের সঙ্গে এই হাট জড়িত।

স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক থাকায় স্ত্রীকে হত্যা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে সোমবার সন্ধ্যায় ঘটেছে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। অভিযোগ অনুযায়ী, স্ত্রীর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন স্বামী কার্তিক সরকার (৩৫), যিনি পেশায় সবজি বিক্রেতা। মৃতা রুনা সরকার (৩৩) এক বছর ধরে স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করে আসছিলেন। স্বামীর সঙ্গে অন্য এক মহিলার সম্পর্কের কারণে তাদের সংসারে নিত্যদিন গন্ডগোল চলছিল। মৃতার মেয়ে জিয়া সরকার জানিয়েছেন, তার বাবা দীর্ঘদিন ধরে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং এই নিয়ে প্রায়ই মা-বাবার মধ্যে অশান্তি হতো। তার জেরসোমবার তাদের মাকে অচেতন অবস্থায় বাড়ির উঠোনে পড়ে থাকতে দেখেন। গলায় আঘাতের দাগ ছিল, যা শ্বাসরোধের ইঙ্গিত দেয়। দ্রুত তাকে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

মেদিনীপুরে বন্যা দুর্গতদের পাশে মানবতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার ভূতনীতে, হুগলী জেলার খানাকুলের পর এবার তারা আরো দুটি সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে এক সম্মিলিত প্রয়াস এর মাধ্যমে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে বন্যা কবলিত দেওয়ানচক ১ পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামের ২০০ বন্যা দুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে চিড়ে,চিনি,বিস্কুট,ডাল,স: তেল,সাবান,ও আর এস, দুধ,পানীয় জল তুলে দিলো আজ। আজকের এই অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা’র উদ্যোগে হলেও সংস্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংস্থা ‘দ্যা আন ফাউন্ডেশন’ ও পূর্ব মেদিনীপুরের সংস্থা ‘ইউটিলিটি ব্যাংক’। উপস্থিত ছিলেন মানবতা’র সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা।

প্রতিভার সন্ধানে পত্রিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: প্রতিভা সন্ধানে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে সোনারপুরে শান্তি সংসদ পাঠাগারে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হল। এখানে বহু নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীমন্ত কুমার মন্ডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক আব্দুল রশিদ মোল্লা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি সাহিত্যিক সুচিত চক্রবর্তী শিশু সাহিত্যিক আব্দুল করিম স্বপন চক্রবর্তী পরিতোষ রায় আফুজা খাতুন প্রমুখ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ডলি চ্যাটার্জি ও তাপসী প্রামানিক।প্রায় শতাধিক কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে সঞ্চালন করেন কবি ও সাহিত্যিক পশুপতি বিশ্বাস। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন প্রতিভা সন্ধানে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা।

মুক্ত বলাকার স্বপ্ন উড়ান-৫ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সিঙ্গুর নসীবপুরের সৃজনী ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় সাহিত্যিক সুশান্ত পাড়ুই সম্পাদিত ‘‘মুক্ত বলাকা’ সাহিত্য সংস্থার ‘‘ স্বপ্ন উড়ান-৫ “ শারদীয় সংখ্যার। সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম ঢালীর সভাপতিত্বে সমবেত ভাবে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন সাহিত্যিক আরণ্যক বসু,অরুণ চক্রবর্তী, সুশান্ত ঘোষ, রমলা মুখার্জি, সেখ আব্দুল মান্নান, পত্রিকা ইনচার্জ গৌতম বাংলা এবং পত্রিকা সম্পাদক সুশান্ত পাড়ুই। এদিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গুণিজন সংবর্ধনায় মুখর হয়ে ওঠে। পার্বতী দত্ত মিত্রর শঙ্খধ্বনি ও কবি সুশান্ত পাড়ুই রচিত সংস্থার শিল্পীদের পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তারাপদ ধল, ড: দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস, মোমিনুল ইসলাম, অনিমেষ রায়, আলমগীর রাহমান, সচীদানন্দ দত্ত, নিত্যানন্দ বিশ্বাস, মুসলিমা বেগম প্রমুখ।

প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা এনজিও-র

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘আমার আশা ফাউন্ডেশন।’ রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত আমার আশা ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠান থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান মোশারফ মোল্ল্যা বলেন, সমাজের মূল স্রোত থেকে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা যেন কখনো দূরে সরে না যায় সেই লক্ষ্যেই ১০ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে আর্থিক সহায়তায় চেক তুলে দিলাম।’ এ দিন ওই অনুষ্ঠান থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরষ্কার। সংস্থার পক্ষ থেকে যাদেরকে সংবর্ধিত করা হলো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, শেখর কুমার কাঞ্জিলাল, ডাঃ প্রিয়ানজিৎ কুমার কয়াল, ডাঃ নারায়ন রায়, সাহাজান মন্ডল, আলফাজ হোসেন, আবু সিদ্দিক খান প্রমুখ, বাংলাদেশ থেকে ছিলেন খান শাহ আলম, এ.কে জাহিদ, খায়রুল আলম, কমলেশ চন্দ্র বাছাড় প্রমুখ।

মিলিটারি সেতুর কাজ পরিদর্শন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া শহরের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যশালী মিলিটারি সেতুর নবরূপে সংস্কার কাজের পরিদর্শন করলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস। উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জওয়ানদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য শহর উলুবেড়িয়া-মেদিনীপুর খালের উপরে তৈরি ‘মিলিটারি সেতু’ । বর্তমানে ওই সেতুর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। মঙ্গলবার বিকেলের দিকে উলুবেড়িয়া পৌরসভার পক্ষ থেকে সেতুর কাজ পরিদর্শন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,পৌরসভার সিআইসি সদস্য আকবর শেখ প্রমুখ।

স্বচ্ছতা ভারত কর্মসূচি জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা, জয়নগর ভিউটেক এডুকেশানাল সোসাইটি ও সি আই আই এর যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা থেকে জয়নগর রথতলার ভিউটেক পর্যন্ত স্বচ্ছতা ভারত কর্মসূচি পালন করা হলো। এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অফিস থেকে ঝাঁটা হাতে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, পৌরসভার ই ও শ্যামল কান্তি মন্ডল, সি আই আই এর পূর্বাঞ্চল জোনের সি এস আর এর হেড সৌমিক কর, ভিউটেক সোসাইটির সম্পাদক দেবজ্যোতি বসু প্রমুখ।

সুন্দরবনের শিশুদের বস্ত্র বিতরণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবন। বাসন্তীর নফরগঞ্জ। মহালয়ার প্রাক্কালে শারদীয়ার আগমনের মুহূর্তে মঙ্গলবার ‘পথকলি’ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সহ প্রায় ৩৫০ শিশুর মুখ হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠলে। আমেরিকান প্রবাসী বাঙালী ইন্দ্রনীল সেন,মানস দাস,কিংশুক চ্যাটার্জী, সমীর কবিরাজদের আর্থিক সহায়তায় ‘কর্ণেল ভূপাল লাহিড়ী মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট এর উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পুজো উপহার হিসাবে শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ পাল, সুষমা মন্ডল, মনোরঞ্জন পয়ড়্যা, সমর বিশ্বাস, মানিক চন্দ্র মন্ডল,ননী গোপাল সরদার প্রমুখ।

বাংলা ভাষায় এনএসএস-এর পাঠ্য বই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুর এর মাইতি পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হল অতিথি অধ্যাপক জয়দেব বেরার লেখা এনএসএস বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সিলেবাস ভিত্তিক একটি বই। বইয়ের নাম- “সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সেবা প্রকল্প(এনএসএস)”।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বইটি সারা ভারত তথা সারা বাংলায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় লেখা একটি পাঠ্য বই।এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছেন বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং এনএসএস এর প্রোগ্রাম অফিসার ড.সচ্চিদানন্দ রায় । এই বই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক সুমন বণিক বলেছেন, জাতীয় সেবা প্রকল্পের পরিবারের সদস্য হিসেবে গর্বিত।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বস্ত্র বিলি হাবড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: উৎসব মানেই নতুন পোশাকে আনন্দে হুল্লোড়ে মাতামাতি, কিন্তু এমন অনেক পরিবার আছে যাদের আনন্দ মাটি হয় আর্থিক দুরবস্থার কারণে । এমনই শতাধিক মানুষজনের হাতে বস্ত্র তুলে দিয়ে মানবিক নজির গড়লেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘নব সৃষ্টি’।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার কার্তিক পালের মোড় সংলগ্ন এলাকায় শারদ উৎসব উপলক্ষে অশোকনগরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নব সৃষ্টি কর্তৃক আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার । ইসমাইল বলেন ‘সেবামূলক বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে ভালো লাগে ।’

রোনাল্ডোর ৯০৪ নম্বর গোলটি বাবার জন্য

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগেও। শুধু কাঠামোই নয়, টুর্নামেন্টের নামও বদলে গেছে আংশিক। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের নাম এখন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট। বদলে যাওয়া সেই 'এলিট' টুর্নামেন্টে কাল নিজের প্রথম গোলটি পেয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। জিতেছে তাঁর দল আল নাসরও। কাতারের আল রাইয়ানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। দলের দ্বিতীয় গোলটি করার পর সেটি প্রয়াত বাবাকে উৎসর্গ করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

রিয়াদের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে কাল আল নাসরের হয়ে প্রথম গোলটি করেছেন সেনেগাল তারকা সাদিও মানে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সুলতান আল গান্নানের দারুণ এক ক্রসে হেডে গোলটি করেন লিভারপুল ও বায়ার্নের এই সাবেক খেলোয়াড়। বদলে যাওয়া এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল নাসরের প্রথম ম্যাচটি খেলেননি ভাইরাল ইনফেকশনে ভোগা রোনাল্ডো। সেই ম্যাচটি ইরাকের আল শর্তার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল আল নাসর। কাল 'এলিট' চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম খেলতে নামা রোনাল্ডো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই একবার আল রাইয়ানের জালে বল পাঠিয়েছিলেন। অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সেটি।

পাঁচবার উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী রোনাল্ডো 'এলিট' চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজের প্রথম গোলটি পেয়ে যান ৭৬ মিনিটে। আবদুলরহমান গারিবের পাস থেকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে গোলটি করেছেন সিআরসেভেন। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে করা ক্যারিয়ারে ৯০৪তম গোলের পর দুহাত আকাশের দিকে তুলে প্রয়াত বাবাকে স্মরণ করেন রোনালদো। বেঁচে থাকলে কাল ৭১তম জন্মদিন পালন করতেন রোনাল্ডোর বাবা। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডো নিজেই জানিয়েছেন সেটি, 'আজকের গোলটার অন্যরকম মানে আছে। বাবা বেঁচে থাকলে কী দারুণ ব্যাপারই না হতো, আজ তাঁর জন্মদিন।'

৮৭ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় রজার গেদেসের গোলে ব্যবধান কমায় আল রাইয়ান। এই জয়ে দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেল আল নাসর। রোনাল্ডোদের জয়ের দিনে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে আরেক সৌদি ক্লাব আল আহলি। দুবাইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগ চ্যাম্পিয়ন আল ওয়াসিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে দলটি। আলজেরিয়ান তারকা রিয়াদ মাহরেজ ও ব্রাজিলের রজার ইবানিয়েজ করেছেন গোল দুটি।

বৃষ্টি বিঘ্নিত টেস্টেও ভারত উড়িয়ে দিল বাংলাদেশকে

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টিও বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারল না। বেরসিক বৃষ্টিতে আড়াই দিন নষ্ট হওয়ার পরও কানপুর টেস্টে পরাজয় দেখেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্টে রেকর্ড গড়ে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। সেটিও দেড় সেশনেরও বেশি সময় বাকি রেখে।

এতে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করার তিক্ত স্বাদ দেওয়া বাংলাদেশ এবার নিজেরাই ভারতের কাছে পেয়েছে। এর আগে চেন্নাই টেস্টে ভারত ২৮০ রানের জয় পায়।

প্রথম ইনিংসে ভারত যে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেছে তাতে সবার চোখ ছিল আজ ম্যাচ কত ওভারে শেষ করে স্বাগতিকেরা। আগের মতো আগ্রাসী হতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত ১৭.২ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত।

পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ নিয়ে মাঠ ছাড়ার আগে বাংলাদেশের সাফল্য ৩ উইকেট। ৯৫ রানে ভারতকে আটকানোর লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশকে শুরুর দিকে দুই উইকেট এনে দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। পরে অন্য উইকেটটি নেন তাইজুল ইসলাম।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত ৩৪ রানে ২ উইকেট হারালেও জয়ের বাকি কাজটুকু প্রায় সেরে দেন যশস্বী জয়সোয়াল ও বিরাট কোহলি।

বিশেষ করে জয়সোয়াল। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও ফিফটি তুলে নিয়েছেন বাঁহাতি ওপেনার। অবশ্য জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি তিনি। জয়ের জন্য যখন ৩ রানের প্রয়োজন তখন ছক্কা মেরে জয় নিশ্চিত করতে গিয়ে আউট হন তিনি। বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের বলে ৫১ রানে সাকিবকে ক্যাচ দিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি।

অন্যদিকে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন কোহলি। আর ৪ মেরে ম্যাচ শেষ করেন ঋষভ পন্ত। ৭ উইকেটের জয়ের ম্যাচে একটা রেকর্ডও গড়েছে ভারত। কানপুরের সর্বোচ্চ লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের। আগের রেকর্ডটিও ছিল ভারতের। ১৯৯৯ সালে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ৮২ রানের লক্ষ্য ৮ উইকেটে জিতেছিল স্বাগতিকেরা। সেদিন শচীন টেন্ডুলকারের অধিনায়কত্বে ১৮.২ ওভারে জিতেছিল ভারত।

স্বাধীনভাবে খেলেই সিরিজে জয়সোয়ালের স্ট্রাইক রেট ১২৮.১৮

আপনজন ডেস্ক: বয়স ২২। টেস্ট খেলেছেন মাত্র ১১টি। এই সংখ্যা দেখে তাঁকে আবার কম অভিজ্ঞ ভেবে ভুল করবেন না! ২২ বছর বয়সী এই যশস্বী জয়সোয়ালই ম্যাচ পরিস্থিতি বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী চলে তাঁর ব্যাট। যে কারণেই চেন্নাইতে দেখা মেলে এক জয়সোয়ালের আর কানপুরে ভিন্ন একজনের। কানপুর টেস্টে ম্যাচসেরা হয়ে ম্যাচ পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন মাত্র ২২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের চার ইনিংসের মধ্যে তিনটিতেই ফিফটি করেছেন জয়সোয়াল। চেন্নাই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৬ রানের ইনিংস খেলেছেন ১১৮ বলে। আর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে জয়সোয়াল করেন ৫১ বলে ৭২। আর দ্বিতীয় ইনিংসে আজ খেললেন ৪৫ বলে ৫১ রানের ইনিংস। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর রান নয়, উইকেট বাঁচানোতেই মনযোগ দিয়েছিলেন জয়সোয়াল। সে কারণেই অমন মন্থর ইনিংস। আর টি-টোয়েন্টিসুলভ ৫১ বলে ৭২ রানের ইনিংস তো এসেছিল দ্রুত রান তুলে ইনিংস ঘোষণার স্বার্থে। টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০ এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ফিফটি করা প্রথম ভারতীয় জয়সোয়াল ম্যাচসেরার পুরস্কার পাওয়ার পর এই ওপেনার বলেছেন, 'দলের জন্য কী করতে পারি, সেটা নিয়েই ভাবছিলাম। চেন্নাইয়ের ম্যাচ পরিস্থিতি ও এখানকার ম্যাচ পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। দলের জন্য আমার কী করা উচিত, আমি সেটা করার কথাই ভাবছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম। প্রতিটি ইনিংসই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করি, সেইভাবে প্রস্তুতি নেই।'

তিনি যোগ করেছেন, 'আমি যেভাবে খেলতে চাই সেভাবেই খেলার কথাই বলেছিলেন রোহিত ভাই ও স্যার (কোচ গৌতম গম্ভীর)। স্বাধীনভাবে খেলার বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল, আমাদের মনে জয়ের পরিকল্পনাই ছিল, সেই অনুযায়ী খেলেছি।'

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে জয়সোয়াল রান করেছেন ১২৮.১২ স্ট্রাইকরেটে। যা কোনো নির্দিষ্ট সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ।

এর আগে ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ১২১.৯৬ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন। শুধু বাংলাদেশের বোলারদের নয়, ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বোলারদেরও শাসিয়ে ছিলেন জয়সোয়াল। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে করেছিলেন দুটো ডাবল সেঞ্চুরি। ৮৯ গড়ে ৭১২ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। সেই সিরিজে জয়সোয়াল ছক্কাই মেরেছিলেন ২৬টি। অথচ এর আগে এক পঞ্জিকাবর্ষে ভারতের কোনো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ ছক্কার সংখ্যাই ছিল ২২টি। চলতি বছরে এরইমধ্যে ২৯টি ছক্কা মেরেছেন এই ওপেনার। সব মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালামের। ইংল্যান্ডের বর্তমান কোচ ২০১৪ সালে ৩৩টি ছক্কা মেরেছিলেন। অর্থাৎ, সেই রেকর্ড আগামী নিউজিল্যান্ড সিরিজেই ভেঙে ফেলতে পারেন এই ওপেনার।

রোহিতদের ট্যাকটিকস পছন্দ হয়নি গাভাস্কারের

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি, নাকি টি-টেন–কোনটি খেলছে ভারত? গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিনে ভারতের ব্যাটিং দেখে এমন প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। এমন ব্যাটিং করে দলীয়ভাবে টেস্টে দ্রুততম ৫০, ১০০ ও ১৫০, ২০০ ও ২৫০ রান তোলার রেকর্ড গড়েছে ভারত। শেষ পর্যন্ত ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান তুলে নিজেদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তারা। নিয়েছে ৫২ রানের লিড। বৃষ্টির কারণে আড়াই দিনের বেশি সময় খেলা না হওয়ার পর গতকাল চতুর্থ দিনে বল মাঠে গড়ায়। কার্যত সোয়া দুই দিনে নেমে আসা টেস্টে ফল বের করে আনার জন্যই ভারতের অমন ঝোড়ো ব্যাটিং। তা টি-টেনসুলভ ব্যাটিংয়ের জন্য ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যাটিং লাইনআপে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। রোহিত তথা ভারত দলের সেই ট্যাকটিকস খুব একটা ভালো লাগেনি কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারের। উদ্বোধনী জুটিটা ঠিক

রেখেছিল ভারত। ইনিংস উদ্বোধন করতে নামেন রোহিত ও যশস্বী জয়সোয়াল। তিন নম্বরেও যথারীতি শুবমান গিলই ব্যাটিংয়ে নামেন। তবে চার নম্বরে বিরাট কোহলিকে না নামিয়ে ভারত ব্যাট করতে পাঠায় ঋষভ পন্তকে। উদ্দেশ্য ছিল, টি-টোয়েন্টির ব্যাটিং করে পন্ত দ্রুত রানের চাকা ঘোরাবেন। কিন্তু পন্ত সেটা পারেননি। সাকিব আল হাসানের বলে হাসান মাহমুদকে ক্যাচ দিয়ে ফেরার আগে ১১ বলে ৯ রান করেছেন পন্ত। কোনো চার বা ছয় মারতেও পারেননি তিনি। পন্তের আউটের পর পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামেন কোহলি। সাকিবের বলে বোল্ড হওয়ার আগে ৩৫ বলে ৪টি চার ও ১ ছয়ে ৪৭ রান করেছেন তিনি। দিনের খেলা শেষে জিওসিনেমায় ভারতের ট্যাকটিকসের সমালোচনা করে গাভাস্কার কথাটা বলেছেন এভাবে, 'কথা হচ্ছে এমন একজনকে নিয়ে, যে কিনা চার নম্বরে ব্যাট করে টেস্টে ৯০০০ রান করেছে।'

গতকালের ৪৭ রানের ইনিংসের পর ১১৫ টেস্টে ৪৮.৭৩ গড়ে কোহলির রান হয়েছে ৮৯১৮। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে পাঁচ, ছয় বা সাত নম্বরেও ব্যাটিং করেছেন কোহলি। কয়েকটা ম্যাচে তিনি তিন নম্বরেও ব্যাট করেছেন। ২০১১ সালে টেস্ট অভিষেক হওয়া কোহলি চার নম্বরে প্রথম ব্যাটিং করেন ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে। জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি করার পর এই পজিশনেই নিয়মিত ব্যাট করে আসছেন কোহলি। জোহানেসবার্গের ওই ইনিংসের পর গতকাল নিয়ে মাত্র ১২টি ইনিংসে কোহলি ৫ নম্বরে ব্যাট করেছেন।

মাত্র ২৮ বছর বয়সেই পতন হল তরুণ তারকা ক্রিকেটার আসিফ হোসেনের

আপনজন ডেস্ক: তরুণ তারকা ক্রিকেটার আসিফ হোসেনের মাত্র ২৮ বছর বয়সে মর্মান্তিক মৃত্যুর ফলে শোকাহত পুরো ক্রিকেট সম্প্রদায়। এত কম বয়সে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন। এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক চোট পান তিনি, তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খেলোয়াড় হিসেবে আসিফ ছিলেন একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খেলোয়াড়, যিনি বাংলায় বিভিন্ন বয়সী দলের হয়ে খেলেছিলেন তার লক্ষ্য সিনিয়র বেঙ্গলে যোগদান করা। এই মুহূর্তে তার পরিবার শোকে শোকাহত এমনকি সতীর্থ সহকর্মীরা-ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার অনুশীলনের সময় বেঙ্গল সিনিয়র দল ক্রিকেট বিশ্বে প্রতিভার উল্লেখযোগ্য ক্ষতির স্বীকার করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে আসিফ হোসেনকে শ্রদ্ধা জানায়।

রাজ্যস্তরে কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু হল ডায়মন্ড হারবার এসডিও মাঠে

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা: হা:

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু হয় ডায়মন হারবার এসডিও মাঠে।৬৮ তম এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই প্রথম রাজ্যের ২৪ জেলা নিয়ে ডায়মন্ড হারবার এসডিও মাঠে রাত্রিকালীন খেলার আয়োজন করেন রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ। এই খেলার শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, উপস্থিত ছিল ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান। রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সহ-সভাপতি তথা কনভেনার মইদুল ইসলাম বলেন ,অনূর্ধ্ব ১৪ ও ১৭ ,১৯ বছরের বালক বালিকাদের এই কাবাডি প্রতিযোগিতা ডায়মন্ড হারবার এসডিও মাঠে শুরু হয়। যেখানে প্রায় ১৪ ০০ বালক বালিকারা এই খেলাতে অংশগ্রহণ করছে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্ববোধনায় ডায়মন্ডহারবার এসডি মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খেলা শুরু হয়। প্রত্যেক জেলার বালক বালিকা দের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার ক্রীড়া সংসদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করে। এদিন এই কাবাডি খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছিল সাধারণ মানুষ,ডায়মন হারবার এসডিও মাঠে। মূলত প্রথম দুদিন বালিকাদের এই খেলার প্রতিযোগিতা হবে পরে তিন দিন বালকদের খেলা হবে বলে জানা যায়। এই রাজ্যস্তরে খেলার পরে তারা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে মূলত ব্লক স্তরে জেলা স্তরে খেলার পরে এই খেলা রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণ করে বালক বালিকারা। খেলার মান বাড়াতে খেলাতে উন্নতি করতে রাজ্য সরকার ক্রিয়া দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে এমনটাই জানালেন রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সহ-সভাপতি তথা কনভেনার মহিদুল ইসলাম।

বাংলাদেশ-ভারত কানপুর টেস্টে খেলছেন বিরাট কোহলি, আতহার আলী খান দিচ্ছেন ধারাভাষ্য। টিম হোটেলে ভারতীয় তারকার সঙ্গে ছবি তুলে বাংলাদেশের সাবেক ব্যাটসম্যান লিখেছেন, 'সর্বকালের অন্যতম সেরা–বিরাট কোহলি'

প্রীতি ম্যাচের দল ঘোষণা মানেলোর

আপনজন ডেস্ক: অক্টোবরে ভিয়েতনামে আসন্ন প্রীতি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের জন্য ভারতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ মানোলো মার্কেজ, ২৬ জনের খেলোয়াড়ের সম্ভাব্য স্কোয়াড প্রকাশ করেছেন। দলটি ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে চূড়ান্ত ২৩ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করবে। স্প্যানিশ কোচ ভারতীয় ফুটবলের সাথে খুব পরিচিত কারণ তিনি ২০২২ সালে হায়দ্রাবাদ এফসিকে আইএসএল চ্যাম্পিয়নশিপে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এখন এফসি গোয়া এবং জাতীয় দল পরিচালনা করছেন। ৫৬ বছর বয়সে এই ফুটবলার কত দ্রুত তার পছন্দ অনুযায়ী একটি দল গঠন করতে পারে তা দেখার বিষয় হবে। নিখিল পূজারী, আশিস রাই, চিংলেনসানা সিং এবং লিস্টন কোলাকো হায়দ্রাবাদ এফসিতে মার্কেজের নির্দেশনায় উন্নতি লাভ করেছিলেন। নতুন স্কোয়াড কেমন হবে আর তাদের পারফরম্যান্স কেমন হবে সেটিই দেখার বিষয়।

সাকিবকে কোহলির ব্যাট

গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে তখনো কানপুর টেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। বিরাট কোহলি ড্রেসিংরুম থেকে নিজের ব্যাট নিয়ে বেরিয়ে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদ সাকিব আল হাসানকে হাতে ধরিয়ে দিলেন 'এমআরএফ' ব্যাট।

রায়দীঘির খাঁড়াপাড়া হাইস্কুলে ৮ টি দলের দুদিনের ফুটবল খেলা হয়ে গেল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন ডেস্ক: লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি খেলাধুলা শেখারও প্রয়োজন আছে।বর্তমান সময়ে খেলাধূলা হারিয়ে যাচ্ছে।আর সেই তাগিদে সোমবার ও মঙ্গলবার দুদিন ধরে সুন্দরবনের রায়দীঘি বিধানসভার খাঁড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তিকে সামনে রেখে স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলা হয়ে গেল।এই খেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২ নং বিডিও নাজির হোসেন,জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার,মথুরাপুর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, খাঁড়ি

পঞ্চায়েত প্রধান বর্ণালী দাস, খাঁড়াপাড়া হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রদ্যুত কুমার হালদার সহ আরো অনেকে। মথুরাপুর ১ ও ২ নং ব্লক থেকে ৮ টি স্কুল এই ফুটবল খেলায় অংশ নেন।ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ১লা ও ২রা জানুয়ারীতে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**